
ইভনিং
ইন
প্যারিস


ইভনিং
ইন
প্যারিস

ইভনিং ইন প্যারিস

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬২

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ফ্যান্সী প্রিন্টিং কোম্পানী

বাঁধাই
স্বস্তিকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

আড়াই টাকা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের আগ্রহে ১৩৬১ সালের শারদীয় সংখ্যা বসুমতীতে 'ইভনিং ইন প্যারিসে'র একাংশ 'চাকরি' নামে প্রকাশিত হ'য়েছিলো। তাঁর কাছ থেকে আন্তরিক অনুরোধ না পেলে হয়তো এ বই আমার লেখা হ'তো না। এই সুযোগে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৩৮ গলফ ক্লাব রোড
টালিগঞ্জ
কলিকাতা ৩৩

রচনাকাল

২৩শে আগষ্ট ১৯৫৪ সোমবার সকাল

থেকে

১লা অক্টোবর ১৯৫৫ শনিবার সকাল

কলিকাতা

শ্রীমতী আরতি ঘোষ

ও

শ্রীসাগরময় ঘোষকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর (২য় সংস্করণ)
এই মর্তভূমি (”)
দূরের মিছিল (”)
মনে মনে (”)
মুখর লণ্ডন (”)
ছায়া মারীচ (”)
নতুন বাসর
ব্যালেরিনা (যন্ত্রস্থ)
জন সম্রাট (”)
বিপাশা (”)

সবই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

হাল্কা রোদ্দুরে ঝলমল করা আইফেল টাওয়ারের চূড়া, নোতরড্যাম গির্জের বড়ো বড়ো থাম, আর্চ দ্যু ট্রায়াম্প, সেইনের জল কল্লোল, মোনালিসার হাসি—প্যারিস ছেড়ে আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে তেমন করে আমার কিছুই মনে পড়েনি।

কিন্তু শুধু তাকে ভুলতে পারিনি। আমি যেন তার মধ্যে আজকের প্রত্যেক মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। অথচ সব কিছু ভুলে শুধু তাকে আমার মনে রাখবার কথা নয়। মাত্র কয়েকদিন তাকে দেখেছিলাম। প্যারিসের সুলভ নাইট ক্লাবের একটি মেয়ে। নাম মিকি।

প্যারিসে গিয়ে লোকে নাকি নাইট ক্লাব না দেখে ফেরে না। একবার যায়, দু'বার যায় তারপর মনে মনে বিচার করে দেখে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

এসব বড়ো বড়ো কথা অবশ্য আমার মাথায় আসেনি। পাঁচজনের মুখে নানা কথা শুনে আমি শুধু মজা দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই ভাবতে পারিনি যে প্যারিসের রাতের রংগ আমাকে এমনি করে আকর্ষণ করবে।

মাত্র কয়েকদিন থাকবো বলে প্যারিসে এসেছিলাম।

অল্প সময়ের জন্যে যারা আসে আমিও ঠিক তাদের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে ঘুরে যা কিছু দেখবার দেখেছিলাম। শুধু নাইট ক্লাব দেখা বাকি রইলো।

নাইট ক্লাবের নামে কেমন যেন ভয় হয়, লজ্জা আসে। কি জানি কী দেখবো, কেমন অবস্থায় কাকে দেখে ফেলবো, যদি আমাকে কেউ দেখে ফেলে। আর আমাকে পাঁচজন চেনে। আমার সংগে আরও দু'চারজন প্যারিসে বেড়াতে এসেছে। তারা কেউই নাইট ক্লাব সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেনি। কাজেই আমিও নীরব ছিলাম।

কিন্তু বলা বাহুল্য, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। প্যারিসে রাতের রংগের কথা এতো শুনেছি যে তা না দেখে ফিরে যেতে কিছুতেই মন সরলো না।

কাউকে কিছু বলা হলো না। বলবার উপায় নেই। আমি বাঙালী। এখানে আমার সংগে এর মধ্যে যাদের আলাপ হয়েছে তারাও বাঙালী। নাইট ক্লাবের কথা তুললে তারা আমার সম্পর্কে কী ভাববে তা আমি জানি। কাজেই মুখ খোলা হলো না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন নাইট ক্লাব দর্শনের অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে গেল। কোনো সংগী ছিলো না। নির্ভাবনায় অগ্রসর হলাম। আমার গতিবিধি কারোর জানবার উপায় ছিলো না।

এবার সে কথাই বলি! অবশ্য এখন আর সেকথা বলতে বাধা নেই, মনের কোনায় কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নেই। বলে রাখা ভালো, প্যারিসের রাতের রংগ দেখবার আগে আমি যে মানুষ ছিলাম, এখন আমি আর সে মানুষ নেই। প্যারিসের তৃতীয় শ্রেণীর নাইট ক্লাবের এক অতি সাধারণ মেয়ে আমাকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অনেক বড়ো মানুষ করে দিয়ে গেছে। আজ দীর্ঘ কয়েক বছর পর আমি সেই মিকিরই গুণ গাইবো।

টিউব ষ্টেশনের নাম "কেডে"। প্যারিসে কেউ টিউব ষ্টেশন বলে না, বলে মেট্রো। "কেডে" মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। ভাষা জানি না বলে ইংরেজী জানে এমন লোকের দেখা পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এ পাড়ায় কখনও আসিনি। ইচ্ছে ছিলো পাড়াটা স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে দেখবো। কিন্তু বড়ো বেশি ভিড় এপাড়ায় আর রাস্তাগুলো অত্যন্ত ছোটো, এত ছোটো যে গলি বললে ঠিক কথা বলা হয়।

রাত ৯টা বেজে গেছে। ক্ষিধেও বেশ পেয়েছিলো। কিন্তু রেস্তোরাঁয় যেতে একটু ইতস্তত করছিলাম। কারণ ভাষা একেবারেই রপ্ত করতে পারিনি। ভয় ছিলো, ঠিক কথা না বলে কী কথা বলে ফেলি।

ঠিক এমনি করে রাত্তিরে একা আমি প্যারিসের পথে

আর কখনও বার হইনি। আমরা সাধারণত একটা দল বেরোতাম। মানে আর যে বাঙালীদের সংগে এখানে আসবার সময় ষ্টিমারে কিংবা ট্রেণে আলাপ হয়েছিল, পথে বেরোলে তারা সব সময় আমার সংগে থাকতেন।

আজ তারা কেউই ছিলেন না। কেউ ইটালী, কেউ লণ্ডন, কেউ সুইটজারল্যাণ্ড—এমনি করে যে যার চলে গেছেন। আরও কিছুদিন থাকবো বলে আমি শুধু প্যারিসকে আঁকড়ে ধরলাম। অবশ্য লণ্ডন থেকে আসবার আগে ওদের মতো আমিও ঠিক করেছিলাম আরও পাঁচ জায়গায় দু'একদিন থেকে বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে বেড়িয়ে যাবো।

কিন্তু শেষ অবধি প্যারিসের মায়া কাটাতে পারলাম না। মনে হলো, কী যেন পাইনি, কী যেন দেখা হলো না, কী যেন রয়ে গেল গোপন। সেই না-জানা অদেখা জিনিষের জন্যে প্যারিস যেন আমাকে জোর করে টেনে রাখলো।

কিন্তু যেদিন প্যারিস ছেড়ে আসি সেদিন সকালে আমার মনে কোনো দৈন্য ছিলো না। আমার মন তেমন করে আর কোনোদিনও ভরে ওঠেনি। আমি মিকির কথাই ভাবছিলাম। সেকথা প্রথম থেকে আরম্ভ করি। "কেডে" মেট্রোতে আমার দিশাহারা ভাব দেখে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, লণ্ডন থেকে আসছো ?

হ্যাঁ, একটু থেমে বললাম, কেমন করে বুঝলে ?

তোমার চেহারা দেখে, মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, লণ্ডনের লোকেরা ঠিক তোমার মতো করে তাকায়, অমন করে কথা বলে—

বাধা দিয়ে বললাম, আমি কিন্তু লণ্ডনের লোক নই।

তবে অ্যামেরিকার বুঝি?

না, ভারতবর্ষের। কিন্তু সেকথা থাক। তুমি নিশ্চয়ই ফরাসী?

নিশ্চয়ই, মেয়েটি বেশ গর্বের সংগে বললে যেন।

যাক বাঁচা গেল। আমি তোমার মতো একজনকে খুঁজছিলাম।

মেয়েটি অবাক হয়ে বললো, কেন বল তো?

আমি একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলাম, তুমি তো ইংরেজী জানো।

ওই কোনো রকমে চালিয়ে নিতে পারি আর কি।

ওতেই হবে, আমি হেসে বললাম, যা কিছু দেখবার দেখা হয়ে গেছে, শুধু এই অঞ্চলটা ভালো করে দেখিনি। তোমাদের ভাষা তো একেবারেই জানিনা তাই চলে ফিরে বেড়াতে খুব অসুবিধা হচ্ছে—

মেয়েটি বললো, আমি ঠিক রাত্তির দশটা অবধি তোমার সংগে ঘুরতে পারি। তারপর আমার অন্য কাজ আছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, অনেক ধন্যবাদ। চলো দুজনে আগে কিছু খেয়েনি। তারপর আমাকে দেখাও কি দেখবার আছে এ পাড়ায়।

আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। কাছেই একটা ছোটো খাটো রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। আমার পাশে অসঙ্কোচে বসে পড়ে মেনু হাতে নিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, কি খাবে বলো দেখি? যেন আমার সংগে ওর কতদিনের পরিচয়। যেন আমি ওর নিমন্ত্রিত।

আমি হেসে বললাম, যা হয় তুমিই বলে দাও।

মদ খাবে কোনো?

তুমি?

কী ভেবে মেয়েটি বললো, এখন থাক। পরে ভাল জায়গায় তোমাকে মদ খাওয়াবো।

মেয়েটির মুক্ত স্বাধীন ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার খুব ভালো লাগছিলো। ভাবলাম, যা শুনেছি তা তো মিথ্যে নয়। প্যারিসের পথে পথে মেয়ে, ঘরে ঘরে প্রেম, গলিতে গলিতে আনন্দ। তাহলে এতদিন কেন আমি মূর্খের মতো বঞ্চিত হয়ে ছিলাম। কেন আমি এমন করে একা পথে বার হইনি? কেন আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদের সংগে দলবেঁধে অকারণে ঘুরে মরেছিলাম। তা যদি না করতাম তাহলে কবে মন থেকে আমার শুষ্ক নীরস যান্ত্রিক ভাব কেটে যেতো।

বস্তুত, লণ্ডনে বসে যখন প্যারিসে আসবার কল্পনা করতাম তখন মনে কেমন একটা হুরন্ত আগুন জ্বলে উঠতো। ক্ষুধার আগুন—আনন্দ পাবার আগুন। আর মনে মনে ভাবতাম

কবে আমি প্যারিসে গিয়ে সেখানকার পথে পথে প্রেম কুড়োবো, ক্ষণিকের জন্যে সব শোক দুঃখ অভাব দৈন্য ভুলে নিজেকে বিলিয়ে দেবো অকুল উন্মাদনায়।
এমনি অপরিণত সবুজ মন নিয়ে আমি প্যারিসে এসে ছিলাম। স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই, সেইসব ভারতীয় বন্ধুদের সংগে পথে ঘুরতে ঘুরতে উপবাসী মন আর কাঙালের চোখ নিয়ে আমি বার বার চারপাশে তাকাতাম। আর তাকিয়ে তাকিয়ে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হতো, বন্ধুদের হাত এড়িয়ে সংগী পাবার জন্যে আমি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠতাম।
কেনই বা হবো না? আমি যে পরিবারের ছেলে, আমি যে দেশের মানুষ, সেখানে পদে পদে বাধা, পদে পদে বারণ। ছাত্র জীবনের মাঝামাঝি, যৌবনের আরম্ভে যখন হৃদয়ে সহসা বেজে উঠতো কোনো কুমারীর কঙ্কণঝঙ্কার কিংবা মৃদু করাঘাত তখন বাসনা দুর্বার হলেও সাড়া দেবার উপায় ছিলোনা। তাহলে অভিভাবকদের ঘুম ছুটে যাবে, কানাঘুসো সুরু হবে আত্মীয় মহলে, ছেলে বদ হয়ে যাচ্ছে, ছেলের মতিগতি ভালো নয়।
মেয়েদের পথ আরও বন্ধুর। যা স্বাভাবিক, যা সঙ্গত তা করা পাপ। যে ছেলে মেয়েরা যৌবনের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, বুড়ো বয়স অবধি কারোর দিকে চোখ তুলে না তাকিয়ে অক্ষুণ্ণ রেখেছে তথা কথিত সুনাম, গুরুজনের মতে

তারা ভালো ছেলেমেয়ে। আমিও তাদের মতো একজন। না, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগভ্যাস করবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। আমি বাধ্য হয়ে শুধু আমার পরিবারের আইন কানুন মেনে চলেছি।

তাই আমি প্যারিসের নামে দিশা হারালাম। অনেক দিনের অনিচ্ছাকৃত উপবাস ভাঙতে চাইলাম অকৃপণ উপভোগে। সে মেয়েটি এতো সহজে 'কেডে' মেট্রো থেকে আমার সংগে আহার করতে এলো তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে যেন নামলো স্বপ্নঘোর। রোগা লম্বা শাণিত চেহারা, রঙ মাখা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা ভুরু, গলায় বোধ হয় নকল মুক্তোর মালা, গা থেকে ভেসে আসছে ফরাসী এসেন্সের মধুর সুবাস। কী নাম ওর ?

আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী ?

মিকি, খেতে খেতে মেয়েটি বললো, তোমার ?

আমি নাম বললাম।

হেসে মিকি বললো এ আবার কেমন নাম ? এমন নাম তো জীবনে শুনিনি।

আমিও হেসে বললাম, কতো কী দেখবার আছে জীবনে ! কতোটুকুই বা তুমি দেখেছো মিকি !

চোখ বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে মিকি বললো, তুমি বুঝি দার্শনিক ?

মাথা খারাপ ? আমি একজন সাধারণ চাকুরে মাত্র।

আমিও চাকরি করি।
তাই নাকি ? কী চাকরি তোমার ?
চলো, সেখানে নিয়ে যাবো তোমাকে, খাওয়া শেষ করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিকি বললো, নাইট ক্লাব দেখেছো ? যা দেখতে তোমার মত হাজার হাজার লোক এখানে আসে ?
আমি মুখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বললাম, না, ও আমার দেখা হয়নি। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো ?
পারি বৈকি, মিকি আমার একটা হাত ধরে বললো, আমার ক্লাবে চলো।
তোমার ক্লাব ?
হ্যাঁ, আমি নাইট ক্লাবে চাকরি করি।
'চাকরি' কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলো, যার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভেবে পেলাম না মিকি কী চাকরি নাইট ক্লাবে করতে পারে। ভাবলাম, অতো কথায় কাজ কি, আমাকে নিয়ে যাক না যেখানে ইচ্ছে। আমি তো নাইট ক্লাব দেখবার জন্যে উৎসুক। হয় তো বেশ কিছু খরচ হবে। হয় হোক। খরচ করবার জন্যে আমি প্রস্তুত।
সেই রেস্তোরাঁয় বসে আর সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে করলাম না। মিকিকে বললাম, আমাকে তোমার নাইট ক্লাবে নিয়ে চলো।

মিকি বললো, আর একটু পরে গেলেই ভালো হয়, বেশি রাত না হলে আসর ঠিক জমে না। আমি আজ একটু আগে বেরিয়েছিলাম অন্য একটু দরকারে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমার কাজ মিটে গেল—

আমার আর ধৈর্য ছিলো না। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু আগে গেলে তো ক্ষতি নেই। তোমাদের ক্লাব খোলে কখন ?

মিকি আমার গা ঘেঁষে বললো, খোলে সন্ধ্যেবেলা। হ্যাঁ চলো ক্লাবেই যাওয়া যাক। তুমি একটা টেবিল নিয়ে আমার জন্যে বসে থেকো, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার সংগে গল্প করে যাবো। মনে রেখো আমার নাম মিকি।

আমি সিগ্রেট ধরিয়ে বললাম, আমার খুব মনে থাকবে। কিন্তু না থাকলেও ক্ষতি কী, তুমি তো বললে আমার টেবিলে এসে আমার সংগে গল্প করবে।

মিকি আমাকে নিয়ে রাস্তায় বার হলো। খুব সহজে ও আমার হাতের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পথ চলতে লাগলো। প্রথম কয়েক মিনিট অপরিচয়ের ভীতি আর দিশি মনের দুর্বলতার জন্যে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেই সনাতন ভাবনা বারবার আমার মনে উঁকি মারছিলো! যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি দেশে খবর পৌঁছোয়, যদি আমার সুনাম মুছে যায়। বয়স হয়েছে,

দায়িত্ব বেড়েছে, দেশে স্ত্রী পুত্র সংসার আছে। তাই যেন দোটানায় পড়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখবার মতো মনের অবস্থা সে-দিন ছিলো না। আজ মিকির কথা লিখতে বসে সেকথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। আমাদের এই নিদারুণ বিকৃতির জন্যে দায়ী কে! কেন প্রতিপদে আমরা শুধু নিজেকে ঠকিয়ে যৌবন দাবিয়ে রাখি? পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ নিয়ে সমস্ত জীবন কাটাই? স্বল্প পরিচিতা একটি মেয়ের সংগে বিদেশের নাইট ক্লাব দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অথচ অন্য কাউকে সেকথা জানাবার সাহস নেই। কেবলই ভয় হচ্ছে পাছে কেউ দেখে ফেলে। কেন এই ছলনা? নিজেকে এই প্রতারণা? লোককে আমার মনের আসল কথা সহজ করে বলবার সাহস নেই কেন?

ডিসেম্বর মাস। আর কয়েকদিন পর বড়দিন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। লণ্ডনের চেয়ে প্যারিসের শীত যেন আরও ভারী। পথ চলতে চলতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

কিন্তু সমস্ত 'কেডে' অঞ্চল উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারে ধারে মেলা বসেছে। সেখানে বহু নর নারীর ভিড়। কোথাও ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে, কোথাও লটারী হচ্ছে, কোথাও পুরোদমে জুয়োখেলা চলেছে। দূর থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে, কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে

সেখানে ছেলেমেয়ের সুলভ নাচ চলেছে। এদের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না যে পৃথিবীর কোথাও কোনো দুঃখকষ্ট আছে। সকলের মুখে হাসি, সকলের প্রাণে খুশি। শরীরের কোথাও কোনো ক্লান্তির ছাপ নেই। সেই দূর দেশে এক প্রায় অপরিচিতা সুন্দরী মেয়ের সংগে পথ চলতে চলতে চারপাশে অসংখ্য প্রাণচঞ্চল নরনারীর দিকে তাকিয়ে সহসা আমি আমার সমস্ত সংস্কার ভুলে গেলাম। আমার শরীরে রোমাঞ্চ লাগলো। আমি সজোরে মিকির হাত চেপে ধরলাম।

কী হলো ? মিকি জিজ্ঞেস করলো, খুব শীত লাগছে বুঝি ?

না, তোমার সংগে পথ চলতে খুব ভালো লাগছে।

হেসে মিকি বললো, তাহলে শুনে দুঃখিত হবে, পথ প্রায় ফুরিয়ে এলো, একটু আস্তে চলবো নাকি ?

তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো ?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে সে বললো, না না, কি আবার ক্ষতি ?

সে চলার গতি অনেক কমিয়ে দিতে আমি বললাম, এবার যে শীত লাগছে মিকি—

আমার নামটা এখনও ভোলোনি দেখছি।

এতো সুন্দর নাম এখুনি ভুলে যাবো, তুমি কি মনে কর আমাকে ? আমার কথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব করে ও বললো, প্যারিসে বুঝি এই প্রথমবার বেড়াতে এসেছো ?

হ্যাঁ।

ভাষা শিখেছ ?

এই একটু আধটু আর কি।

মানে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" এই কথাটা দিব্যি পরিষ্কার করে বলতে পারো ?

আমি জোরে হেসে বললাম, তার চেয়ে আর একটু বেশি জানি।

যেমন ?

এই ধরো, শনিবার রাত্তিরে তোমার সংগে নাচতে যাবো তারপর তোমার সংগে সমস্ত রাত গল্প করবো।

খুব জোরে হেসে মিকি বললো, বাঃ, তুমি তো একেবারে তৈরী হয়ে প্যারিসে এসেছো, ত্ব'একমিনিট চুপ করে থেকে ও বললো, কতোদিন থাকবে এখানে ?

আর চারপাঁচ দিন থাকবার মতো অর্থ আছে। ভেবেছিলাম মাসখানেক থাকবো। কিন্তু দিনসাতেকেই টাকা প্রায় ফুরিয়ে এলো—

মিকি বললো, প্যারিসে এলে অনেকের অবস্থা ঠিক তোমার মতো হয়। এসব কথা ভাবলে খুব গর্ব হয় আমার। প্যারিসকে তোমরা এতো ভালোবেসে ফেল যে কোনোদিক না ভেবে সব টাকা খরচ করে দাও।

একবার ভাবলাম বলি, যে দেশের পথেঘাটে তোমার মতো মেয়েদের দেখা মেলে সেখানে নিঃস্ব হয়ে যেতে আর কতোক্ষণ সময় লাগে মানুষের।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই মিকি হঠাৎ থেমে বললো, এই যে ক্লাব এসে গেছে। এবার আমি অন্য দরজা দিয়ে যাবো, তুমি সামনে দিয়ে যাও। ঢুকতে পাঁচহাজার ফ্রাঙ্ক লাগবে আর মদের একটা পুরো বোতল কিনতে হবে। যাও, কিছু অসুবিধা হবে না। ওরা একটু একটু ইংরেজী জানে, মিকি আমাকে ভেতরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আগেই বলেছি যে নাইট ক্লাবের অভিজ্ঞতা আমার এর আগে হয়নি। তাই মনে উত্তেজনা মেশানো কৌতূহল ছিল কি দেখবো কে জানে। হয়তে কতো অপ্সরীর লীলায়িত ভংগি, নৃত্যের তালে তালে কতো রকমের রূপবিকাশ, কতো মধুর পরিচয়ের ইংগিত। আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে হয়তো ঘিরে থাকবে ফরাসীর কতো অপরূপ সুন্দরীর দল। দেশে সব রকমের ক্ষুধা সংস্কারের ভারে বাধ্য হয়ে চেপে রাখতে হয়েছে বলে প্যারিসে এসে মনটা যেন বড় বেশি কাঁচা হয়ে পড়েছে। এদেশের আকাশে বাতাসে শুধু শুনি ঊর্বশীর নৃত্যের ঝঙ্কার। আমাকে নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অথচ আশ্চর্য, আমি প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারছি না। তাই মাঝে মাঝে মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি।

কিন্তু মিকির সেই নাইট ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার সাহস যেন আশ্চর্য রকম বেড়ে গেল। আমি যেন

আর কাউকে গ্রাহ্য করিনা। কেউ আমাকে দেখুক বা না দেখুক, কেউ আমার এই রাতের রংগ উপভোগ করবার কথা জানুক বা না জানুক তা'তে আমার কিছুই আর এসে যায় না। আমি গটগট করে আর পাঁচজনের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সটান ভেতরে এসে বসলাম।

প্রথমে একটু হতাশ হলাম যেন। আমি যেমন কল্পনা করেছিলাম তেমন কিছুই চোখে পড়লোনা। আমি ভেবেছিলাম ভেতরে প্রবেশ করবার সংগে সংগে অনেক সুন্দরী আমাকে ঘিরে নানা রংগ সুরু করবে আর তাদের স্পর্শে আমার যৌবন উচ্ছল হয়ে উঠে আমাকে কাঁপিয়ে মাতিয়ে দিশাহারা করে তুলবে। অন্তত ক্লাবের অভ্যন্তর যে একটু কায়দা করে সাজানো থাকবে তা আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো। প্যারিসের নাইট ক্লাব যে এত সাধারণ হবে সেকথা ভাবতে পারিনি।

ঠিক কোনো বড় প্রেক্ষাগারের মতো মনে হয় আর চেয়ার টেবিল হোটেলের মতো করে সাজানো। নানা রকম লোক সেখানে বসে মদ খাচ্ছে। ওয়েটাররা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সামনে স্টেজ। অনবরত বাজনা বেজে চলেছে আর রঙমাখা মেয়েরা একের পর এক সেখানে নাচগান করে চলেছে।

হয়তো ওরাই হলো প্যারিসের নাইট ক্লাবের দেখবার জিনিষ। কারোর কারোর গায়ে কোনো রকম কাপড় নেই বললেই চলে। লাবণ্যময়ী যুবতী মেয়ের দল। নাচ গানের

ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের ভাষায় দর্শকদের সংগে নানা রকম রসিকতা করতে ছাড়ছে না।

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর এসব দেখতে আমার মন্দ লাগলো না। সত্যিই তো পৃথিবীর কোথাও স্টেজের ওপর এমন স্বল্প বস্ত্র মেয়েদের ভিড় কোথাও দেখিনি। - এরা রংগ দেখাতে জানে বটে !

এই ধরণের ক্লাবগুলি নাকি সারারাত খোলা থাকে। বাইরে মদের দোকান যথাসময় বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এখানে মদ সব সময় পাওয়া যায়। এখানে সব সময় আনন্দ। এমনি ফূর্তির মাঝে যারা সময় কাটতে চায়, প্যারিসের এই ধরণের নাইট ক্লাবগুলি বোধ হয় তাদেরই জন্যে।

নানা ধরণের লোক এখানে এসেছে। তারা জোরে জোরে গল্প করছে, স্টেজের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে রসিকতা করছে আর প্রেক্ষাগারে হাসাহাসির ধূম পড়ে যাচ্ছে।

এক বর্ণ ভাষা বুঝতে না পারলেও আমার মনে হলো এখানে যেন সকলের সাত খুন মাপ। রসিকতার মাত্রা ছাড়ালেও কেউ কিছু মনে করে না। বরং স্টেজ থেকে মেয়েরা মনের মতো উত্তর দেয়।

আমি লক্ষ্য করলাম, স্টেজের সেই মেয়েরা তাদের প্রোগ্রাম হয়ে যাবার পর সেই পোশাকেই বাইরে বেরিয়ে এসে লোকের সংগে গল্প করছে। অর্থাৎ তাদের সংগে মদ খেতে খেতে তাদের সংগ দিচ্ছে।

এইসব দেখে শুনে আমি নড়ে চড়ে বসলাম। এখন আর আমার মোটেই দিশাহারা ভাব নেই। আমি অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এদের দিকে তাকিয়ে কে বলবে মানুষের দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগ আছে। শুধু আনন্দ করবার জন্যে যেন এদের জন্ম হয়েছে। অফুরাণরূপে যৌবন নিয়ে যেন উর্বশী নূপুর বাজিয়ে চলেছে আর তার তালে তালে এরা সব কিছু ভুলে মেতে উঠছে। জীবনে যদি অভাব থেকে থাকে তাহলে আজকের এই শক্তিসঞ্চয় কাল তাদের দেবে অভাবের সঙ্গে সংগ্রামের বিপুল ক্ষমতা।

আমি বাঙ্গালী। তাই অভাবকে আমি সব চেয়ে বেশি ভয় করি। দৈন্য আমাকে নিরন্তর পীড়া দেয়। আমি জীবনের কোনো অবস্থাতে দুঃখ দৈন্য অভাব একেবারে ভুলে থাকতে পারি না। আর ভোলবার চেষ্টা করলে এতো আত্মবিস্মৃত হয়ে এমন কিছু করে থাকি যা পরমুহূর্তে আমার অভাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ স্টেজের ওপর মিকিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তারপর অবাক হয়ে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে সে অন্য মানুষ হয়ে উঠল! এখন তাকে আর সহজে চেনা যায় না। আমি দুই চোখ ভ'রে তাকে দেখতে লাগলাম। তার পরনে শুধু নামমাত্র

বস্ত্র। তা'ও গায়ের রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে বস্ত্র বলে মনে হয় না।

স্টেজের ওপর আর একজন অভিনেতার সঙ্গে সে নানা-রকম অংগভংগি করে ফরাসী ভাষায় কী সব রসিকতা করছিলো। আমি তাদের কথার একবর্ণও বুঝতে না পারলেও থেকে থেকে আমার চারপাশ থেকে হাসির হুল্লোড় হচ্ছিলো। না বুঝলেও আমি না হেসে থাকতে পারছিলাম না।

মিকিও আমাকে দেখতে পেয়েছিলো আর আমার দিকে তাকিয়ে হাতনেড়ে প্রাণপণে রসিকতা করে বিশেষভাবে আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছিলো।

কিন্তু হায়রে বাঙালীর মন। এতোক্ষণ পর আমি ভালো করে বুঝতে পারলাম মিকি নাইট ক্লাবে কি চাকরি করে। তার ব্যবহার দেখে একেবারে প্রথমেই আমার সেকথা বোঝা উচিত ছিলো। এমন মেয়ে না হলে একজন পথের লোককে কে আর অতো সহজে আপনার করে নেয়। হঠাৎ যেন আমার সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেল। বার-বার এই কথাটা ফিরে ফিরে মনে বাজতে লাগলো, আমি যার সঙ্গে এতোক্ষণ কাটালাম, সে একজন সাধারণ নাইট ক্লাবের অতি সুলভ মেয়ে। এমন মেয়ের দেখা পাবার জন্যেই কি আমি প্যারিসে রয়ে গেলাম। কোন দেশে এদের অভাব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজের কাছে নিজে যেন ছোটো হয়ে গেলাম।

যাহোক মিকির প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবার পর সেই

পোশাকেই আস্তে আস্তে এসে আমার পাশে বসলো। আমি তো এতোক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বসেছিলাম। তাই মদের বোতল টেবিলের ওপর যেমনকার তেমন পড়েছিলো। এর আগে আরও অনেক মেয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু আমি এমন নির্বিকার ভাবে বসেছিলাম যে তারা সুবিধা করতে না পেরে কয়েক মিনিটের মধ্যে উঠে চলে যায়।

মিকি এসে সটান আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, নাইট ক্লাব কেমন লাগলো?

আমার থমথমে ভার ততোক্ষণে কেটে গেছে। আমি উৎসাহ নিয়ে উত্তর দিলাম, খুব ভালো। এমন আমি কখনও কোথাও দেখিনি।

সকলেই সেকথা বলে, আমার টেবিলে রাখা ফরাসী মদের বোতল খুলতে খুলতে সে বললো, এটা এখনও খোলোনি যে?

তোমারই অপেক্ষা করছিলাম মিকি?

বেশ বেশ, এখন যতক্ষণ চাও আমি তোমার সংগে থাকতে পারি, হেসে ও বললো, বাইরে নিয়ে যেতে চাও তা'ও যেতে পারি। কিন্তু তা'হলে আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। রাজি?

সেকথায় কান না দিয়ে বললাম, তুমি আর স্টেজে যাবে না?

না, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন উপরি পাওনা আদায় করবার সময়, আমার গালে হাত বুলিয়ে মিকি বললো, আর এক বোতল মদ আনতে বল। এটাতো এখুনি শেষ হয়ে যাবে। আমি বড়ো ক্লান্ত। এসময় ছ'তিন বোতল না হলে আমার হয় না, আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সে আর এক বোতল "কনত্রো" আনতে বললো।

আমি কম খরচ করি। আর নাইট ক্লাব দেখবো বলে বেশ কিছু বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ব্যয় সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যে সচেতন হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। আমি তখনও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিলাম। রাত অনেক। আর কয়েক ঘণ্টা পর বাইরে আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠবে। তখন মিটে যাবে এ আনন্দ কোলাহল। কিন্তু আমি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছি এরা ক্লান্ত হবে না। খুব অল্প সময়ের জন্যে হয়তো বিশ্রাম করবে। তারপর ছুটবে চাকরি করতে। রাতের ক্লান্তি থাকবে না শরীরের কোনোখানে।

ওদিকে বাজনা বাজছে। এখন যে মেয়েরা স্টেজে নানা ভংগি দেখাচ্ছে, এককথায় তাদের বিবস্ত্র বলা যায়। মিকির পাশে বসে তাদের দিকে তাকাতে অকস্মাৎ আমার সঙ্কোচ হলো। মিকির কিন্তু কোনো লজ্জা নেই। যে মাঝে মাঝে সেই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রংগ উপভোগ করছে আর

কখনও কখনও আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছে, কেমন লাগছে ?

আমি সমানে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, ভালো, খুব ভালো।

কতোক্ষণ মিকির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে-ছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ শুনলাম স্টেজ থেকে বড় করুণ সুর ভেসে আসছে। তাকিয়ে দেখলাম, একা গিটার বাজিয়ে একটি সম্ভ্রান্ত চেহারার মেয়ে গাইছে। তার পোশাক কামনার ইংগিত করে না।

এ কী গান মিকি ? আমার খুব ভালো লাগছে।

বিরহের করুণ গান, মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে মিকি বললো, মেয়েটির গলা সত্যিই খুব মিষ্টি।

কিন্তু ওর সাজসজ্জা তো তোমাদের মতো নয়।

হেসে মিকি বললো, স্বভাবও আমাদের মতো নয়। ও খুব ভদ্র। বেচারীর স্বামী জার্মান সৈনিকের হাতে মারা যায়। কোথাও কিছু করতে না পেরে এই ক্লাবে চাকরি নিয়েছে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিকি বললো, ঠিক আমার অবস্থা আর কি !

ওর গানের কথাগুলির মানে কী ?

দক্ষিণ ফ্রান্সের চলতি একটি গান, প্রিয়তম তুমি কোথায়। আমি জানি তুমি এই পৃথিবীর কোথাও না কোথায় বেঁচে আছো। যেখানেই থাকো, সুখে থাকো।

আমি শুধু বললাম, বাঃ সুন্দর !

মিকি বললো, নাইট ক্লাবে শুধু সুলভ রংগরস হয় না। তোমার মতো বিদ্বান লোকদের জন্যে এমনি গানের ব্যবস্থাও থাকে।

কেমন করে বুঝলে আমি বিদ্বান ?

কে কেমন লোক সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু আমার সংগে তোমার তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো আলাপ হয়েছে ?

মিকি হাসলো, ওইটুকুই যথেষ্ট।

তারপর সেই করুণ গান শুনতে শুনতে আমি অন্য কথা ভাবতে লাগলাম। আমার এতোদিন ধারণা ছিলো এইসব ক্লাবে যারা আসে তাদের ওপর লোকের ভালো ধারণা থাকে না। কিন্তু আজ মনে হলো এরা সকলেই বড় লোক, ভালো লোক। সমাজে হয়তো এদের নাম আছে, দামও আছে। বোধ হয় এদের আনন্দ পাবার রীতিই এমনি। তবে কি জানি কেন, এসব কথা ছাড়িয়ে মিকির ভাবনা আমার মনে প্রধান হয়ে উঠছিলো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তারই কথা ভাবতে লাগলাম।

মিকি, আস্তে বললাম, এখানে কতোক্ষণ থাকবে ?

মিকি হেসে বললো, তুমি যতোক্ষণ রাখবে, একটু থেমে ও আবার বললো, চলো না তোমার হোটেলে গিয়ে সারা-রাত গল্প করি ?

তার কথার উত্তর দিতে কোথায় যেন বেধে গেল। একটু ইতস্তত করে বললাম, অন্য দিন হবে আজ নয়।

আজ বেশি টাকা নেই বুঝি?

অন্যমনে বললাম, না।

তা'তে কিছু যায় আসে না, মনে হলো মিকির যেন ঘোর লেগেছে, যা পারো দিও, চলো তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে।

আমি মনে মনে হাসলাম। ঠিক এই কথা হয়তো প্রতি রাত্রে কত অজস্র মানুষকে সে বলে। কিন্তু কেন বলে? অতোটাকা দিয়ে কী করে ও? ওর টাকার অভাব কি? চেহারা ভালো। অসঙ্কোচে প্যারিসের রাতের রংগ মঞ্চে নিজেকে তুলে ধরে। তারপর কেন ও আবার সংগ নিয়ে বাইরে যায়? আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠলাম। কিছুতেই মিকিকে আমার হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে না।

মিকি আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সত্যিই আমাকে নিয়ে তোমার হোটেলে যাবে না?

আমি তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললাম, আজ নয়। অন্য আর একদিন হবে। আমি আগে থেকে হোটেলে বলে রাখবো।

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে মিকি বললো, বলবার দরকার কী? এ সব কথা এখানে আবার আগে থেকে কেউ বলে রাখে না কি?

মানে, তবু—

কিন্তু তুমি আমাকে না নিয়ে গেলে আমার বেশ অসুবিধা হবে।

কী অসুবিধা মিকি ?

বোঝোতো আমাকে সংসার চালাতে হয়। আর তার জন্যে বেশ খরচ আছে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কে আছে তোমার সংসারে ?

ও হাসলো, অনেক লোক। বাবা, দু'টো ভাই, তিনটে ছোটো ছোটো বোন।

আমি উচ্ছসিত হয়ে বললাম, বাঃ তুমি তো তাহ'লে রীতিমত গৃহস্থ !

মিকি হেসে বললো, গৃহস্থ কি সারারাত ধরে চাকরি করে ?

আমি কিছু না বুঝে বললাম, কিসের চাকরি মিকি ?

আমি আমার নিজের কথা বলছিলাম। আমি দিনে ঘুমোই আর সারারাত চাকরি করি। তোমার সংগে এতোক্ষণ যে গল্প করেছি, তোমার হোটেলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—এ তো আমার চাকরির অঙ্গ। এরজন্যে আমার পারিশ্রমিক পেতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠলো। মিকির মুখে একথা শোনবার পর মুহূর্ত থেকে আমি বড়ো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কোথায় যেন আমার নতুন করে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। মিকির

সংগ আমার কাছে অকস্মাৎ বিস্বাদ হয়ে উঠলো। মনে হলো, আমি যার সংগে কথা বলছি সে প্যারিসের রাতের সুলভ সংগিনী। সে যে কোন লোককে অর্থের বিনিময়ে সব দিতে প্রস্তুত। আমার অর্থের চেয়ে আমি তার কাছে বড়ো নই। নিদারুণ অস্বস্তিতে উঠে পড়বার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ভেবে পেলাম না মিকির হাত থেকে মুক্তি পাবো কেমন ক'রে। কারণ খুব বেশি টাকা আমার পকেটে ছিলোনা। আমি বুঝতে পারলাম না সে কি পরিমাণ অর্থ দাবী করবে। সেকথা জানবার চেষ্টায় একান্ত অনিচ্ছায় মিকির সঙ্গে নানা গল্প করতে লাগলাম।

এবার স্টেজের অভিনেতা—অভিনেত্রীরা হঠাৎ আমাদের নিয়ে রসিকতা করতে আরম্ভ করতে লাগলো। অবশ্য সেকথা মিকি আমাকে না বলে দিলে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না।

এইরে, এবার ওরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে লেগে গেল যে?

স্টেজের দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে মিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে কর কী? ভুলেও স্টেজের দিকে তাকিও না—

কেন?

মাথা নিচু করে মিকি বললো, জানো ওরা আমাদের নিয়ে কী রসিকতা করছে?

কী ?

না, সেকথা তোমায় কি করে বলি ?

আমার অজ্ঞাতে যেন আমার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে গেল, তোমাদের আবার লজ্জা কী ?

আমার কথায় মিকি যেন বেশ দুঃখ পেলো। তারপর একটু উসখুস করে বললো, আর বেশিক্ষণ এখানে বসা যাবে না, আমাদের বোধহয় এবার উঠতে হবে—

যারা একা এসেছিলো, তাদের সংগী জুটে গেছে। জোড়ায় অনেকে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে খালি হয়ে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কি এখন বাড়ি যাবে ?

স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে মিকি বললো, আমি এসময় কোনোদিনও বাড়ি যাই না আর এখন যাবার উপায়ও নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

এখন "মেট্রো" বন্ধ। আমি এখান থেকে বেশ দূরে থাকি। ট্যাক্সি করে যেতে গেলে খরচ অনেক।

আজ রাত্তিরটা এখানে থাকতে পারো না বুঝি ?

না না না, এখানে কারা থাকে জানো ?

আমি বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, কারা ?

যাদের বয়স হয়েছে, যারা কুৎসিৎ, যাদের বাইরে নিয়ে যাবার লোক জোটেনা শুধু তারা—বুঝছো। আমার মান সম্ভ্রম আছে তাই আমার এখানে রাত্তিরে থাকা সাজে না।

আমি হেসে বললাম, আহা রাগ করোনা, আমি তোমায় ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

কিন্তু অনেক ভাড়া লাগবে যে ?

লাগুক, আমি মিকিকে আশ্বাস দিলাম, এখানে যতোক্ষণ বসতে দেয় বসা যাক, যখন আর বসতে দেবে না তখন আমরা দু'জনে বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজে নেবো।

ঠিক বলছো ?

হ্যাঁ, হেসে বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলি না।

মিকি আমার কথায় অবাক হয়ে বললো, ট্যাক্সি ভাড়া খরচ না করে আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে গেলেই তো পারতে ? আমাকে যা হয় দিলেই চলতো—

আমি তার মুখের কাছে মুখ এনে বললাম, হোটেলে তো সকলেই নিয়ে যায়, আমি না হয় নতুন কিছু করে যাই। আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে মিকি বললো, তাহ'লে আর এক বোতল মদ আনতে বল, এখনও কিছু সময় আছে। আমি তাই করলাম। ওদিকে আসর ভেঙে এসেছে। একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের রাতের রংগ। পৃথিবীর জাগরণের সময় ক্লান্ত নটীর চোখে নেমে আসবে ঘুম।

সেই ভাঙা আসরে তখন সমবেত স্বরে গান চলেছে—

"আলুয়েৎ !
আলুয়েত্তা জলি আলুয়েৎ
আলুয়েৎ—"

মিকির সঙ্গে ট্যাক্সির খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সেই পোশাকেই সে বেরিয়ে পড়লো, তারওপর শুধু দামী ওভার কোট পরে নিলো।

ভেতরে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ বুঝতে পারিনি ঠাণ্ডার জোর কতো। বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না, কোনদিকে গেলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?

সামনেই, আমাকে শক্ত করে বাড়িয়ে ধরে মিকি বললো, আমাদের দেখলেই ট্যাক্সি এগিয়ে আসবে—কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে এখন বাড়ি ফেরবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই—

আমি কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, তা'তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু উপায় কী!

সেকথায় কান না দিয়ে মিকি বললো, এ চাকরি করবার পর এর আগে আমি বোধহয় আর কখনও এমনি করে বাড়ি ফিরিনি।

তাহলে তো আজ তোমার খুব ভালো লাগবার কথা।

না, বরং খারাপ লাগছে।

কেন মিকি?

মনে হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি।

তুমি যদি কাজ না করে মাইনে নাও তাহলে তোমার যেমন মনে হয় যে তুমি কারোর কৃপা কুড়োলে, আমারও আজ সে কথা মনে হচ্ছে।

কৃপা কেন? তুমি তো আমাকে অনেকক্ষণ সংগ দিয়েছো।

দিয়েছি বটে। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে যেন আমার আপনার চেয়ে অনেক বেশি নিচ্ছি। কাজেই কিছুতেই আমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে না, মিকি জড়ানো স্বরে বললো, আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে চলো।

তা হয়না মিকি?

কেন হয়না? খুব হয়! কতোবার বলেছি, যা পারবে আমাকে দেবে, আমি একটি কথাও বলবো না।

তবুও আমি চুপ করে রইলাম। মিকিকে কেমন করে বোঝাবো যে টাকার কথা আমি একেবারেই ভাবছি না। মুখে কিছু না বললেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই প্যারিসে নানা আমোদ প্রমোদে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে প্রথমে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। সৎ বন্ধুদের সংগে ঘোরা ফেরা করে খরচ আমার তেমন কিছুই হয়নি। এখনও মিকির জন্যে পরপর কয়েকদিন কিছু খরচ করবার সামর্থ্য আমার আছে।

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। বাঙালী মনের সেই সনাতন ভাবনা। আমি পয়সা বাঁচাবার জন্যে লণ্ডন থেকে এখানকার একটি খুব সাধারণ হোটেলের ঠিকানা নিয়ে

এসেছিলাম। সার্ভ লে কুর্ব "মেট্রো'র" নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্যে একটি হোটেল। নাম "হোটেল লুক্লা"। নাম আর হোটেলের মালিকের স্ত্রীর চেহারাটি শুধু জঁাকালো—আর কিছু চোখে পড়বার মত নয়। দরিদ্রের পাড়া। একটু দূরেই মজুরদের বস্তি।

প্যারিসের ভালো মন্দ দোষ গুণ বোঝবার জন্যে আমি আসিনি, অল্প কয়েকদিনে বোঝা সম্ভবও নয়। হোটেলের সুবিধা অসুবিধার কথা আর পাঁচজনকে জানানো আমার ইচ্ছে নয়। শুধু এইটুকু বলবো যে আমার সেই হোটেলের প্রত্যেকে আমাকে এর মধ্যেই যথেষ্ট সম্মান করতে আরম্ভ করেছে। ওদের স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে আমি লেখাপড়া জানা সৎলোক। শেষ রাত্তিরে হঠাৎ নাইট ক্লাবের মেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরলে আমার ওপর ওদের কী ধারণা হবে সেই কথা ভেবে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আর তাই মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও মিকিকে এড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আমার হাসি পেলো। থেকে থেকে বুঝতে কষ্ট হয় কেন আমার সংস্কার আমার সত্যকে ছাড়িয়ে যায়। এদিকে মিকির সংগে আমি নাইট ক্লাবে রাত কাটালাম, ফরাসী মদের গেলাসে চুমুক মারলাম, এখন আর পাঁচজনের সামনে তাকে বের করতে সঙ্কোচ হয় কেন! কেন দিনের আলোয় দিতে পারি না তার পরিচয়!

হঠাৎ নিজেকে জয় করবার তীব্র নেশা আমাকে পেয়ে বসলো।

আমি মিকিকে বললাম, চলো আমার হোটেলেই যাই। আমার কাঁধে তার সমস্ত দেহভার এলিয়ে দিয়ে মিকি পরম খুশিতে যেন ভেঙে পড়ে বললো, সেই সব চেয়ে ভালো।

আমি জানতাম এমন একটা অবস্থা আমার হবেই। মিকিকে সংগে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় আমার বুক কেঁপে উঠলো। ঘর খোলবার সময় জোরে চাবির শব্দ হলো মনে করে চমকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে নিলাম। আলো জ্বালতেই মনে হলো কারা যেন আমাদের দেখে ফেললো। মিকিকে হোটেলে নিয়ে আসবার সংগে সংগে আশঙ্কায় আমার শরীর হিম হয়ে গেল। কে জানে তার নেশা হয়েছে কি না। কে জানে কী তার অভিপ্রায়। এখন আমি কোন ফাঁদে পড়বো বোঝা কঠিন। এ ধরণের মেয়েদের সম্পর্কে নানা গল্প শুনেছি। এরা মুখে এক রকম বলে, কাজের সময় অন্য রকম করে। যদি এখনও চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধায় তাহলে আমি কী করবো? কোথায় পালাবো? দুঃসহ গ্লানিতে আমার সমস্ত মন ভরে উঠলো। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এমন কাজ করা আমার কিছুতেই উচিত হয় নি।

এছাড়া আরও একটা কথা ভেবে আমি মনে মনে লজ্জা পেলাম। আমার ওপর অনেক দায়িত্ব। দেশে আমার ভরা সংসার। এমন করে বিদেশে মেয়ে নিয়ে রাত কাটানো আমার সাজেনা। প্যারিসে তো আরও কত কি আছে দেখবার। সকল কিছু ছাড়িয়ে কেন নাইট ক্লাব আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠলো! যদি তা না দেখে আমার সেইসব বন্ধু-বান্ধবের সংগে অমি লণ্ডনে ফিরে যেতাম তাহলে বোধহয় সব চেয়ে ভালো হতো। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি অসহায়ের মত মিকির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তার মুখ দেখে মনে হলো ঘরে প্রবেশ করতে পেরে সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমাকে কিছু করবার অবসর না দিয়ে সে নিজেই কোট খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখলো। তারপর খাটের ওপর বসে জুতো খুলতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম সে আমাকে আড়াল করবার ভান করে 'নাইলন' খুলতে লাগলো। তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে জোরে বলে উঠলো, বাঃ কী সুন্দর বিছানা!

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এই আস্তে!

কেন? খিলখিল করে হেসে মিকি বললো, তুমি অমন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছো কেন গো? এসো, শোবে এসো, রাত যে শেষ হয়ে এলো প্রিয়তম—

বলা বাহুল্য আমার তখন হয়ে গেছে। মিকিকে হাসতে দেখে আর তার কথা বার্তা শুনে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে

তার নেশা ধরেছে। এখন সে যা তা কাণ্ড করতে পারে। আমি চোরের মত এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আশঙ্কায় কাঠ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কম্বল টেনে গায়ে দিতে দিতে মিকি বললো, কী হলো? তুমি কী আসবেনা? এসো শিগগির, আমার ঘুম পাচ্ছে কিন্তু—

আমি ভয়ে ভয়ে আবার বললাম, দয়া করে একটু আস্তে কথা বলো মিকি, কেউ শুনতে পাবে—

আমার কথা শুনে গলার স্বর আর এক পর্দা তুলে মিকি বললো, শুনতে পেলে কী হবে শুনি? এটা কী নোতরড্যাম গির্জে নাকি যে মুখ বুজে প্রার্থনা করতে হবে?

না না—মানে যদি হোটেলে অন্য কারোর অসুবিধা হয়?

সে ভাবনা তোমার নাকি? যাদের পয়সা থাকে তারাই তোমার মতো ফূর্তিতে রাত কাটায়। আর যাদের পয়সা নেই তারা হাত কামড়ে নাক ডাকায়। ঘাবড়িওনা, আমার গলার স্বর কারোর কানে যাবে না।

সে অভয় দিলেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কাল সকালেই বা কী করবো? এদের চোখের সামনে দিয়ে মিকি কেমন করে বেরিয়ে যাবে? ওর চেহারা দেখেই তো এই হোটেলের প্রত্যেকে বুঝে নেবে সে কোন জাতের মেয়ে। আর তখন আমি দাঁড়াবো কোথায়!

ঘুম জড়ানো স্বরে মিকি আর একবার ডাকলো, এসো এসো—উঃ কী শীত!

আমার ঘরের আলো ঠিক তেমনি করেই জ্বলছে। কিন্তু বাইরে আর অন্ধকার নেই। বুঝতে পারিনি সেই চেয়ারেই কখন আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছিলো। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঘুম ছুটে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মিকি দাঁড়িয়ে আছে। ওভারকোটও পরে নিয়েছে সে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারা দেখে আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম।

কী হলো মিকি ?

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছেনা ? কেন তুমি রাত্তিরে আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে এলে ?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এইবার নিশ্চয়ই মিকি একটা কেলেঙ্কারী করবে। তারপর খবর পোঁছবে ইণ্ডিয়ান এমবেসি আপিসে। ব্যাস, ভারতীয়র মামলা নিয়ে সারা প্যারিস শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

আমি ঢোঁক গিলে থেমে থেমে তার কথার উত্তর দিলাম, তুমিই তো বললে হোটেলে নিয়ে আসতে ?

হ্যাঁ একশো বার বলেছি। কিন্তু সে কী এখানে ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে ? না তোমার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে ? তুমি কী

মনে করেছো আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী ? এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার নেই যে আমাকে চাকরী করে খেতে হয় ? আমি তখনও কিছু না বুঝে বললাম, সে কথা আমি জানি কিন্তু তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছো কেন ? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি বলতে পারো ?

মূর্খ কোথাকার ! কিছু বুঝতে পারোনা না ? মুখ বিকৃত করে সে বলে চললো, কাল তোমার সংগে না বেরিয়ে আমি যদি অন্য কারোর সংগে গিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটাতাম তাহলে এতোক্ষণে আমার ব্যাগে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক এসে যেতো—

এইবার আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সে ভেবেছে যে আমি তাকে টাকা না দিয়ে বিদায় করে দেবো। কারণ তাকে টাকা দেবার মত কিছুই আমি করিনি। উল্টে সারারাত চেয়ারে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ছি ছি, এইজন্যে তুমি আমার ওপর এমন চেঁচামিচি করছো ?

চেঁচামিচি করবো না তো কি সোহাগ করবো নাকি ? আমার সময় নষ্ট করবার কোনো অধিকার তোমার নেই।

সে কথা আমি খুব ভালো করে জানি। কিন্তু তুমিই বা কোন বুদ্ধিতে ধরে নিলে যে আমি তোমাকে টাকা দেবোনা। পকেট থেকে হাজার ফ্রাঙ্কের পাঁচটা নোট বের করে আমি তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

মিকি আমার হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে দূরে

ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলো, অমি কি ভিখিরী নাকি যে তুমি এমন করে আমাকে ভিক্ষে দিতে চাও ?

বিস্ময়ে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে আস্তে বললাম, ভিক্ষে দেবো কেন ? তোমার ন্যায্য পাওনা তোমাকে দিচ্ছি—

বলি আমার পাওনা হয় কিসে ? তুমি কী একা চেয়ারে ঘুমিয়ে রাত কাটাওনি ?

তা হ'লেই বা। তুমি তো হোটেলে এসে আমার সংগে রইলে, একটা রাত নষ্ট করলে। তোমার সময়ের দাম আছে বৈকি, নোটগুলো কুড়িয়ে আবার তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, কাজেই এগুলো ধরো—

না, ওটাকা আমি নিতে পারবো না।

কিন্তু কেন নেবে না মিকি ?

একটু নরম স্বরে মিকি বললো, আমি কাউকে ঠকাই না। ঠিক যতোটুকু পাওনা ততোটুকু নিই। কারোর কাছ থেকে এক পয়সা বেশি আদায় করবার চেষ্টা করি না।

আমি জানি মিকি। আমি তোমাকে বলছি, এটাকা তোমার পাওনা, তুমি নাও।

তুমি বললেই আমি শুনবো না। তুমি আমাকে খাইয়েছ, অনেক বোতল মদ কিনেছো, ট্যাক্সি চড়িয়েছো, শোবার জন্যে নরম বিছানা দিয়েছো—আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশি আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি। আর কিছু নিতে

পারবো না, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে মিকি বললো, যাবার সময় তোমাকে শুধু একটি সামান্য অনুরোধ করে যাই, এমন সাধু সেজে যদি থাকতে চাও তাহ'লে ভবিষ্যতে আর কখনও কোনো নাইট ক্লাবে যেও না। কেননা তোমরা এমন ব্যবহার করলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হয় সেকথা তো বুঝতেই পারলে—

আমাকে আর কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে দরজা খুলে খুব তাড়াতাড়ি মিকি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি শুধু তার জুতোর খট খট শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আস্তে দরজা বন্ধ করে জানলা দিয়ে রাস্তায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম সে সামনে সার্ভে লে কুর্ব মেট্রোয় নেমে গেল।

হয়তো মিকির সংগে সেই আমার শেষ দেখা হতো। হয়তো সেইদিনই আমি প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসতাম। নাইট ক্লাবের একজন সাধারণ মেয়েকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। তাকে ভুলতে কতোদিনই বা সময় লাগে।

কিন্তু আশ্চর্য, আর একবার তার দেখা পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমি জানি, কিছুতেই আমার এ ব্যাকুলতা আসতো না যদি না মিকির শেষের দিকের কথা-গুলি অমন করে আমার কানে বাজতো। না, তার প্রেমে আমি দিশা হারাইনি, কিন্তু বলতে এতোটুকুও লজ্জা নেই যে

মনে মনে তাকে আমি শ্রদ্ধা করেছিলাম। সে যেন আমায় নতুন রূপ দেখিয়ে গেল। নতুন কথা শুনিয়ে গেল। তার তেজে আমার ব্যক্তিত্ব যেন খানখান হয়ে গেল। আর একবার তার দেখা আমাকে পেতেই হবে।

পর মুহূর্তেই আবার মনে হলো, কী দরকার? যেটুকু জেনেছি তাইতো অনেক, যেটুকু পেয়েছি তাইতো প্রচুর। যদি বেশি জানতে গিয়ে অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে এই জানা চুরমার হয়ে যায়, যা পেয়েছি তা হারিয়ে যায় তখন লজ্জা ঢাকবার জায়গা থাকবে না। তার চেয়ে মিকি যা দিয়ে গেছে তাই সম্বল করে চলে যাই। দেশে গিয়ে জনে জনে গল্প বলবো।

প্যারিসের কথা আর কে না জানে। কে আর ফ্রান্সের খবর না রাখে। সকলেই জানে ইউরোপের বিলাস নগরীর অপরূপ জাঁকজমকের কথা—প্রসাধনের আশ্চর্য ক্রিয়া-কলাপের কথা। চির যুবতী চিরচঞ্চলা প্যারী। তার ধূলিতে রাত্রিদিন বাজে যৌবনের জয়গান। অন্ততঃ আমি তো তাই শুনে প্যারিসে এসেছিলাম।

আর যারা পণ্ডিত, যারা ইতিহাস নাড়াচাড়া করে তারা শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকে না, তারা আরও অনেক বেশি খবর রাখে। তারা বড়ো বড়ো বই খুলে বিচার করে ফরাসী বিদ্রোহের ভালোমন্দের কথা, নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ, তারা ফরাসী সাহিত্যে সোনার খনির সন্ধান পায়।

কিন্তু তারা তো কেউ মিকির কথা জানে না। আর আমি যদি না বলি তাহলে হয়তো জানতেও পারবে না। কিন্তু আমিই বা তার কথা লোককে জানাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কেন? এই পৃথিবীতে এমন কতোকিছু আছে যার খবর কেউ রাখে না, রাখতে চায় না। মিকির খবর আর পাঁচ-জনকে দিতে গিয়ে আমিই বা টাকা নষ্ট করবো কেন। ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে একজন মেয়ের জন্যে প্যারিসের নাইট ক্লাবে কেন মদের বোতল খুলবো। লোকে শুনলে বলবে কী। এই বয়সে প্যারিসে এসে তরুণী মেয়ের রূপ যৌবন দেখে আমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল?

দরকার নেই আমার মিকির সংগে দেখা করে। আমি কাল সকালে সোজা লণ্ডন চলে যাবো। যা পেয়েছি তাই ঢের। আর কিছু পেতে গিয়ে সব কিছু হারাবো না।

সে সন্ধ্যায় ইচ্ছে মতো আমি প্যারিসের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি কিছুতেই "কেডে" মেট্রোর দিকে যাবো না, আমি আজ মিকির ক্লাব খুঁজে বের করবার কোনো চেষ্টা করবো না। যখন ক্ষিধে পাবে তখন কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খুশি মত খেয়ে সোজা হোটেল লুক্সায় ফিরে যাবো। মিকির সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন

ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। নিজের ওপর কোন হাত থাকে না, নিজেকে অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক বলে মনে হয়। সেই কথার অর্থ বেশ ভালো করে আমি উপলব্ধি করলাম যখন একসময় বুঝতে পারলাম আমি মিকির নাইট ক্লাবের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

সারা সন্ধ্যে আমি প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। মেট্রোর একেবারে অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে নর নারীর ভিড় দেখেছি। সাঁজেলীজের বারোটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ভরা চোখে আমি আর্চ হ্যু ট্রায়াম্পের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছি।

কিন্তু আমার হোটেল থেকে বেরোবার পর এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ভুলতে পারিনি যে এখন আমি যা করবো, সব কিছু হবে মিকিকে ভুলে থাকবার জন্যে। আর সেই চিন্তাই আমার সব গোলমাল করে দিলো। নিঃশব্দে কখন যন্ত্র-চালিতের মত আমি আবার এসে মিকির নাইট ক্লাবের সামনে দাঁড়ালাম। তার সংগ পাবার জন্য ব্যাকুল হলাম। যা থাকে কপালে, আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ আমি আবার মিকিকে আমার হোটেলে নিয়ে যাবো। তার কালকের লোকসান আজ পূরণ করে দিতে হবে।

ঠিক তেমনি সমারোহ নাচগান চলেছে। আমি সেই বেশেই আবার মিকিকে দেখলাম। আমার টেবিলে খোলা মদের বোতল দেখে অনেক রূপসীরা আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা

করে গেল, বন্ধু চাই কি না। আমি তাদের দিকে ভালো করে না তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালাম, চাই না।

হয়তো তারা মিকির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী! হয়তো তাদের কথাবার্তা তার চেয়ে আরও মধুর। কিন্তু নাইট ক্লাব বলতেই আমি যেন মিকিকে বুঝি। শুধু নাইট ক্লাব কেন, প্যারিসের কথা উঠলে সব চেয়ে আগে মিকি এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়।

সেই রাত্রেই মিকির কাছ থেকে আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। আর তখুনি ভাবলাম যে এবার হয়তো আমার ঘোর কেটে যাবে, ছিন্ন হবে রঙীন জাল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে দেখি আবার যে কে সেই। অর্থাৎ মিকির সংগ পাবার জন্যে আমি ঠিক তেমনি ব্যাকুল। শুধু আর একবার আমি তাকে ঠিক তেমনি করে পেতে চাই। আর কেমন করে তাকে একা ধরতে পারবো সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে নিঃসঙ্গ আমি অনেক রাত্তিরে ট্যাক্সি ক'রে আবার হোটেলে ফিরলাম।

তার প্রোগাম হয়ে যাবার পর সে আবার তেমনি করে বেরিয়ে এলো। আমার চোখে চোখ পড়লো তার। সংগে সংগে সে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। আমাকে যেন চিনতেও পারলো না।

আজ সে এসে বসলো একজন লম্বা চওড়া নিগ্রো ছেলের কাছে। আমি দূর থেকে দেখলাম সে ঠিক তেমনি করে মদ খেলো। আবার তাকে দিয়ে নতুন বোতল কেনালো।

তারপর তার হাত ধরে আমারই পাশ দিয়ে ঠিক তেমনি করেই বেরিয়ে গেল।

তাকে চলে যেতে দেখে আমার সমস্ত শরীর দুলে উঠলো। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বার বার মনে হলো, কেন, কী আশায় আমি আজ আবার এখানে এলাম। এমন তো হবেই। এই ওদের পেশা। কারোর মুখ চেয়ে বসে থাকলে ওদের চলে না। এই করেই মিকিকে বেঁচে থাকতে হবে। তবুও সমস্ত বুঝে শুনে তাকে মাত্র আর একবার কাল রাত্তিরের মতো নিবিড় করে পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব হবে? রোজই তো আমাকে সে আজকের মতো এড়িয়ে যাবে। লোকসানের ভয়ে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

আমার টেবিলে মদের বোতল যেমনকার তেমন পরে রইলো। মিকি চলে যাবার মিনিট কয়েক পর আমিও উঠে দাঁড়ালাম। একটা তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার যে আমাকে এত ছেলেমানুষ করে তুলবে, এত যন্ত্রণা দেবে সেকথা কল্পনা করা এতদিন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

বাইরে বেরিয়ে অনেকক্ষণ রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম। নিজের কাছে নিজে যেন ভীষণভাবে হেরে গেছি। নিজেকে বড়ো দুর্বল মনে হচ্ছে, বড়ো অসহায়। শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ট্যাক্সি নিলাম।

হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লো প্যারিসে। এতো বেশি যে রাস্তায় চলতে কষ্ট হয়। লণ্ডনের চেয়ে প্যারিসের ঘরগুলি অনেক ভালো—অনেক গরম। তাই মনে হলো আজ হয় তো লোকে ঠাণ্ডার হাত এড়াবার জন্যে ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছে। কেন না বাইরে লোক চলাচল বড় কম।

আমি অনেকক্ষণ ধরে "কেডে" মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পেরেছি আমার এখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে আর হিতাহিত জ্ঞান নেই। কাজেই ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। যা হয় হোক। আমি যেমন করে হোক শুধু আর একবার মিকিকে আমার হোটেল লুক্সায় সেরাত্তিরের মতো নিয়ে যাবো।

তাই সেই প্রচণ্ড শীত তুচ্ছ করে "কেডে"তে এসে দাঁড়িয়ে আছি। মিকির সংগে আমার এখানেই প্রথম দেখা হয়েছিলো হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় সে এই পথ দিয়েই ক্লাবে যায়। আমি আশা করলাম আবার এখানেই তার দেখা পাবো। আর তখন নিশ্চয়ই তার সংগে কেউ থাকবেনা, এই পথ দিয়ে সেদিনকার মতো সে একাই ক্লাবের দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক সেই সময় আমি তার সংগ নিয়ে আমার মনের কথা জানাবো। তারপর প্যারিসে আমার আর কিছু করবার

থাকবেনা। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে লণ্ডনের ট্রেন ধরবো—সেখান থেকে যথাসময় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো।

কিন্তু মিকির দেখা নাই। কনকনে হাওয়া শুধু বারবার আমার শরীর কাঁপিয়ে গেল। মাঝে মাঝে টিউব ট্রেন আসবার দমকা শব্দ আসছে, তারপর মৃদু পায়ের আওয়াজ। আশায় মুখ বাড়িয়ে আমি নিরাশ হই। মিকি নয়, অন্য কেউ। হয় কোনো তরুণী ছবি দেখতে যাচ্ছে, কিংবা কোনো যুবক তার প্রিয়তমাকে দেখতে ছুটে যাচ্ছে, না হয় কোনো বৃদ্ধ লাঠি ঠকঠক করতে করতে ওপরে উঠে আসছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা সেই শীতে "কেডে" মেট্রোয় দাঁড়িয়ে আমি অধীর আগ্রহে মিকির প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু না, আর আশা নেই। এবার ফিরে যেতে হবে। কে জানে যে আমি আসবার আগে চলে এসেছে কি না। আর এ পথ দিয়ে হয়তো সে রোজ যায় না। সেই নাইট ক্লাবে পৌঁছোবার আরও কতো পথ আছে। আমার এই ছেলেমানুষী থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম আর কোথাও নয়, আর নাইট ক্লাবে নয়, এখান থেকে চোখ কান বুজে হোটেলে ফিরে যাবো।

এ কী, আজও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো?

মিকি! আমি উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম। তাকে দেখে আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ লাগলো। এই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে আমি যে অধীর হয়ে প্রহর গুনেছি, এই চেহারা

দেখবার জন্যে আমি যে তুচ্ছ করেছি কঠিন শীতের নিরন্তর প্রহার। যাক আমার প্রহর গোনা সফল হলো। শেষ অবধি যাকে এতোক্ষণ ধরে মনে মনে কামনা করছিলাম সে এসে দাঁড়ালো আমার চোখের সামনে।

কিন্তু মিকির চেহারা দেখে আমি অবাক হলাম। তার চোখ বসে গেছে, চোখের কোনে কালি পড়েছে, ঠোঁট শাদা হয়ে আছে। আজ তার মুখে রঙের চিহ্নমাত্র নেই। তার চলায় সে গতিও নেই। ক্লান্ত শ্লথ অংগ ভংগী তার।

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার চেহারা এতো খারাপ দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে তোমার মিকি?

আমার কিছু হয়নি। আমি ভালোই আছি—

আমার স্বরে বোধ হয় সহজ আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠলো, তাহলে কী ব্যাপার?

অনেক ব্যাপার, ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিকি বললো, সব কথা শোনবার ধৈর্য তোমার থাকবে না।

খুব থাকবে। কী হয়েছে বলো?

সে ম্লান হাসলো, কিন্তু আমার কথা শোনবার জন্যে তুমিই বা এত কৌতূহল দেখাচ্ছো কেন? সে এক করুণ কাহিনী। তুমি প্যারিসে ফুর্তি করতে এসেছো, ফূর্তি করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। দুঃখের কাহিনী শুনে সময় নষ্ট করবে কেন?

আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বললাম, আমি যে শুধু ফূর্তি করতে আসিনি তার প্রমাণ তুমি কী পাওনি মিকি?

পেয়েছি, কী মনে করে একটু গম্ভীর হয়ে মিকি বললো, তাই বোধ হয় তোমার সংগে আজ এ অবস্থায় আমার দেখা হলো। চলো সেই রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে কথা শুনি।

না, আচ্ছা, কী ভেবে মিকি বললো, তুমি সেখানে গিয়ে বসো, আমি আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আসি। আমার ফিরতে খুব বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু তোমার তো প্রোগ্রাম আছে আবার—

না, আমি আজ থেকে দিন কয়েকের ছুটি নেবো। তুমি যাও রেস্তোরাঁয়। আমি যাবো আর আসবো।

তারপর মিকির কাছ থেকে সেই সন্ধ্যায় যা শুনলাম! অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তবু আমি অবাক হলাম। আগেই বলেছি, আমি এখানে সবুজ অপরিণত মন নিয়ে শুধু রঙের নেশায় মেতে উঠতে চেয়েছিলাম। তাই ভুলেছিলাম আলোর পিছনে অন্ধকার আছে, আনন্দ কোলাহলের মাঝে ক্রন্দনের রেশ আছে, নৃত্যের তালে তালে ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে।

মিকি এই নাইট ক্লাব থেকে প্রতি সপ্তাহে মাইনে পায়। এমন ক্লাবের সংখ্যা প্যারিসে অনেক। তার বয়সী বহু মেয়েরা তার মতো চাকরী করে। কিন্তু সকলেই যে বন্ধু বান্ধবের সংগে বাইরে যায় তা নয়, অনেকে অভিনয়ের পর

সোজা স্বামীর কাছে ফিরে যায়। ফিরে যাবার মতো তেমন কোনো লোক অবশ্য এখন অবধি মিকির কেউ নেই। যারা একদিন ছিলো তাদের কথা শিগগিরই সে শোনাবে। তার বাড়িতে এখন শুধু তার পঙ্গু বাবা আর ভাই-বোন। এই বাবাকে নিয়েই এখন তার মুস্কিল হয়েছে।

কয়েকদিন ধরে তার বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। এখন ডাক্তার সন্দেহ করছে তার সেই সাংঘাতিক রোগ হয়েছে—অর্থাৎ ক্যানসার। খবর শোনবার পর থেকে মিকির ঘুম ছুটে গেছে। এখন কী করবে সে? কার কাছে যাবে? তাদের বাড়িতে একমাত্র সে-ই উপার্জন করে। তারই টাকায় সংসার চলে। অবশ্য তার আরও দু'একজন আত্মীয় প্যারিসে আছে। কিন্তু তাদের কাছে একথা বলে জানিয়ে কোনো রকম সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় কারণ তারা নিজেদেরই সংসার কষ্টে সৃষ্টে চালায়।

আজ অনেক আশা করে মিকি গিয়েছিলো তার নাইট ক্লাবের ম্যানেজারকে সমস্ত কথা জানিয়ে কয়েক সপ্তাহের মাইনে আগাম চাইতে। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে সে তাকে মাত্র এক সপ্তাহের মাইনে আগাম দিয়েছে।

উঃ, আমার যে কী মনের অবস্থা তা' আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না, চোখে মুখে জ্বালা নিয়ে মিকি কথা শেষ করলো।

সে তার ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে এমন করুণ সুরে আমাকে

সমস্ত কাহিনী শোনালো যে আমার সমস্ত মন তার দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

আমি বললাম, তোমার বিপদে আমি কী করতে পারি মিকি ?

ম্লান হেসে মিকি বললো, তুমি যে এমন সুরে বিনা স্বার্থে আমার সংগে কথা বললে সেইটুকুই যথেষ্ট। আমার এ ব্যাপারে কার কী করবার আছে বল ?

কিন্তু তুমি কী করবে এখন ?

জানি না। আশা ছিলো ম্যানেজার আমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু লোকটা যে এমন ব্যবহার করবে তা ভাবতে পারি নি, কী ভেবে মিকি বললো, আমার সেই আত্মীয়দের সংগে দেখা ক'রে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করবো। রুগীর অবস্থা এখন এমন যে বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়, হাসপাতালে পাঠাতেই হবে।

মিকি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে ?

মিকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন ?

এমনি, হঠাৎ কী বলবো ঠিক করতে না পেরে আমি অনেক এলোমেলো কথা বলে ফেললাম, তোমার কথা শুনে আমার ছেলেমানুষী কেটে যাচ্ছে, অনেক কাঁচা ধারণা বদলে যাচ্ছে। তাই আমি নিজের চোখে সব দেখতে চাই—তোমার বাড়ি তোমার বাবাকে, তোমার ভাই বোনদের—

ম্লান মুখে মিকি জিজ্ঞেস করলো, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি উত্তর দেবার আগেই সে আবার বললো, কেনই বা হবে? লোককে শুধু আনন্দ দেয়া আমাদের ব্যবসা, দুঃখের কাহিনী তারা বিশ্বাস করবে কেন? না, তোমার কোনো দোষ নেই—

ছিঃ মিকি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাবো কেন?

আমাকে বাধা দিয়ে মিকি বললো, আমার মনে হয়েছিলো যে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে না। তাই তো এসব আজে বাজে কথা তোমাকে বললাম। তা না হলে বলে আমার লাভ কী বলো? এসব কথা বলা মানে আমার নিজের অসুবিধা সৃষ্টি করা। পাছে কাঁদুনি গেয়ে বেশী সাহায্য চাই মনে করে লোকে তো আমাকে এড়িয়ে যাবে। তা'তে আমারই ক্ষতি। কিন্তু খুব অল্প আলাপে তোমার নতুন পরিচয় পেয়েছি বলেই তো এতো কথা বকে শুধু বুক হাল্কা করলাম, আমার চোখের উপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ পর মিকি বললো, তোমার মতো মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি—

কবে আমি তোমার বাড়ি যাবো মিকি?

আমার বাড়িতে তুমি কেন যেতে চাচ্ছো বুঝতে পারছিনা, তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।

কিসের লজ্জা?

আমি বড়ো গরিব তুমি আমাকে দেখেছো ঐশ্বর্যের মাঝে,

আনন্দের মাঝে তাই আমার দারিদ্র্যের চেহারা তোমাকে দেখাতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

সে কি কথা মিকি ? তুমি বোধহয় জানোনা যে কী মোহের বশে আমি তোমার বাড়ি যেতে চাইছি, একটু থেমে বললাম, আমি নিজেই জানি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে আমার মন বেড়ে উঠছে। খুব অল্প পরিচয়ে তুমি যেন আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখালে।

কী সব বাজে কথা বলতে আরম্ভ করলে! আমি আবার একটা মানুষ যে আমাকে নিয়ে তোমার অতো ভাবনা।

তোমার মতো মানুষের কথাই যেন আমি চিরকাল ভাবতে পারি—

আশ্চর্য হয়ে মিকি জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কেন ?

আমি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, সেকথা আজ নয়, অন্য আর একদিন বলবো, বলো কবে আমি তোমার বাড়ি যাবো ?

তুমি কী যাবেই ?

হ্যাঁ যাবোই।

বলো কবে যাবে ?

আমি বললাম, কাল।

বেশ তাই হবে, অনেকক্ষণ পর মিকি সহজ হাসি হেসে বললো, আমার বাড়ি অনেক দূর। আমি শহরতলীতে থাকি। একা খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধা হবে। যদি

তুমি সত্যি যাও তাহলে আমি প্যারিসে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো !

সেই ভালো। কখন কোথায় তোমার দেখা পাবো ?

স াঁলেজার ষ্টেশনে, এই ধরো বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

বেশ তাই ঠিক রইলো।

সে রাত্রে আমি আরও ঘণ্টা খানেক মিকির সংগে ছিলাম। তারপর তাকে স াঁলেজার ষ্টেশন থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে একা হোটেলে ফিরে এলাম।

অনেকক্ষণ আমার ঘুম এলো না। আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম। এই প্যারিস সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে শুধু আনন্দ কোলাহলের কথাই শুনে এসেছি। তাই মিকিকে অজস্র আলোকমালার মাঝে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তাকে ভালো লেগেছিলো। আমি আপনার সমস্ত দৈন্যের কথা তার সংস্পর্শে এসে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার মুখ থেকে সেই পুরানো কথা শুনতে শুনতে আমার বিস্ময় জাগলো। ঘোর কেটে গেল। তাকে বড়ো পরিচিত মনে হলো। আর প্যারিসকে বাংলা দেশের বড়ো কাছে মনে হলো।

কাল আমি নিশ্চয়ই মিকির বাড়ি যাবো। আমি নিজের চোখে তার সংসার দেখে ভাববার চেষ্টা করবো কেন প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে পৃথিবীর নানা দেশের লোককে আনন্দ দিয়েও সে নিজে আনন্দে থাকতে পারছেনা।

আজ মিকি আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছে। অজ্ঞাতে

তার মনের গোপন কথাটিও বলে ফেলেছে। তার সব কথা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও মোটামুটি ভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি। সেটা কিছু কষ্টকর নয়। কেননা আমাদের প্রত্যেকেরই সেই এক অবস্থা। অর্থাৎ কারা যেন ষড়যন্ত্র করে একটা বিশেষ ছক কেটে রেখেছে, সেখানেই আমাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিনের পর দিন ঘুরে মরতে হয়। হাজার মাথা খুঁড়লেও সেই ছক থেকে বেরোবার উপায় নেই।

মিকি নিজে স্বীকার করেছে যে এখন সে একেবারে যন্ত্র হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নিজেকে সে মানুষ বলেও আর ভাবতে পারে না। চোখ কান বুজে সে শুধু চাকরি করে যায়। কেননা সে জানে তার মাথার ওপর কঠিন দায়িত্ব। একচুল এদিক ওদিক হলে সংসার অন্ধকার হয়ে যাবে। বাবা তাকে অভিশাপ দেবে।

কিন্তু তবু এমন তো হবার কথা ছিলোনা। সেও তো স্বপ্ন দেখেছিলো সুন্দর সার্থক জীবনের। এমন ভাঙাচোরা ছন্নছাড়া জীবন সে কোনোদিনও চায়নি। অবশ্য এখন সেসব কথা ভাবলেও হাসি পায়। আজকাল এমনি কাঠিন্যের মাঝে তার থাকতে ভালো লাগে। শুধু এই ভেবে তার সুখ যে সে একা দুঃখ ভোগ করছে না। তার মতো লক্ষ নরনারী এই প্যারিস শহরেই আছে। দলে তারা দিন দিন ভারী হচ্ছে। কেন কে জানে!

তাদের অবস্থা কোনোদিনই ভালো ছিলোনা। যুদ্ধ আরও

সর্বনাশ করে গেল। যুদ্ধের সময় সেইসব দিন রাত্রির কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে মিকি। কী সব দিন গেছে যে তখন! বাড়িতে কেউ নেই, শুধু সে, তার দু'টো ছোটো ছোটো ভাই আর তিনটি বোন। বাবাকে জার্মান সৈনিকের গুলি খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। বাঁচবার কোনো আশা ছিলোনা তার। একেবারে অকর্মণ্য হয়ে বাবা ফিরে এলো আর কিছু করবার উপায় রইলোনা তার। যা সামান্য সাহায্য পাওয়া যায় তাতে আর অতোবড়ো সংসারের কী বা হয়।

মিকির তখন বয়স খুব বেশী নয়। সংসারের ম্লান অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে তাকে চাকরির চেষ্টা করতে হলো। প্রথমে সে হয় এক শিল্পীর মডেল। ম'মার্টে থাকতো সেই শিল্পী। তার অবস্থা খুব ভালো ছিলো না। কাজেই সে মিকিকে যতো প্রেম দিলো ততো পয়সা দিতে পারলো না। কিন্তু শুধু প্রেমে তো তার পেট ভরবে না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও পেটের দায়ে সেই শিল্পীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো মিকি। কোনো মানুষের ওপর এমনি দুর্বলতা নেমে এলে তার নিজেরই সর্বনাশ। সেই শিল্পীর কথা মিকি আমাকে আর একদিন ভালো করে শোনাবে। আমার সংগে নাকি তার অনেক মিল আছে।

এমনি করে তারপরে যখনই তার কাউকে ভালো লেগেছে সে তাকে জোর করে এড়িয়ে গেছে। তার পঙ্গু বাবাও তাকে

নানাভাবে আগলে রেখেছে। সংসার থেকে মিকি বেরিয়ে গেলে সেখানকার সব আলো ফুৎকারে নিভে যাবে। কোন প্রাণে সে বেরিয়ে যাবে, কোন সাহসে কী আশায় ভালো-বাসবে?

আমি লক্ষ্য করেছিলাম কথা বলতে বলতে মিকির চোখে-মুখে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠেছিলো। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাত্র। তারপরই সে হাসিমুখে বলেছিলো যে এখন অবশ্য নিজের কথা ভাববার তার আর অবসর হয় না। ইচ্ছেও করে না। আর প্রেম? তার কাছে এখন রূপ-যৌবনের অপব্যয়। সে ছেলেমানুষী তার অনেকদিন কেটে গেছে। তখন তার বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। তাই প্রেমের কল্পনা তেমন করে সে আর করতে পারে না। কিন্তু থেকে থেকে শুধু এক ভাবনা তাকে বড়ো বেশি পীড়া দেয়। তা'হলো তার অভাবের ভাবনা, তাদের দুর্দশার কথা। নিজের মনকে মিকি বহুদিন আগে মেরে ফেলেছে, লজ্জা ত্যাগ করেছে, মেয়েমানুষের যা সব চেয়ে বড়ো সম্পদ তা'ও বিসর্জন দিয়েছে তবু কেন তার অভাব মেটেনা? কেন তার পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সুখে থাকতে পারে না? তার জন্যে আর কী করতে পারে মিকি? আর কতদূর নামতে পারে? এর পর মেয়েমানুষের নামবার যে আর পথ নেই। সংসারের অভাবের তাড়নায় যখন সে দিশাহারা হয়ে যায়, যখন তার

চোখের সামনে শুধু অন্ধকার নামে তখন মাথার মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হতে থাকে আর সে যে কী কষ্টকর তা কোনো-দিনও কাউকে সে বোঝাতে পারবে না।

•

ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সাঁলেজার ষ্টেশন থেকে মিকি আমাকে নিয়ে ট্রেন ধরলো। তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে আমাদের প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো।

একটা বিরাট জীর্ণ অট্টালিকা। দেখলেই বোঝা যায় একদিন এর সর্বাংগে বোমার প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিলো। সিঁড়ির কাছে ম্লান আলো জ্বলছে। একটা বড়ো বোর্ডে যারা এখানে বাস করে তাদের প্রত্যেকের নাম লেখা রয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত্রি। যেন একটা পিন পড়লে শুনতে পাওয়া যাবে। চারপাশে তাকিয়ে বাংলা দেশের অজ পাড়া গাঁয়ের কথা মনে হয়। ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। পরশু বড়-দিন। তাই শীতের কাঠিন্য প্যারিসের শহরতলীতে আরও প্রবল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করলাম। কেমন যেন ভয় লাগলো হঠাৎ। ভাবলাম কাজ নেই ভেতরে গিয়ে। এখান থেকে শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে ফিরে যাই।

এসো, আমার দিকে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিকি বললো, আমরা চারতলায় থাকি। বাড়ির চেহারা দেখেই

বুঝতে পেরেছো এখানে লিফটের বালাই নেই কাজেই এসো দু'জনে গল্প করতে করতে সিঁড়ি ভাঙি।

আমি মিকির বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে বললাম, চলো।

কয়েক মিনিট সিঁড়ি ভাঙবার পর আমরা চারতলায় মিকির ফ্ল্যাটে এলাম। মাত্র দু'খানি ছোট ছোট ঘর। কিন্তু বেশ সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে কয়েকটি ছবিও টাঙানো রয়েছে দেখলাম। এই জীর্ণ অট্টালিকার অংশ যে এতো অল্প আসবাবে এমন করে সাজানো যায় তা মিকির ঘর না দেখলে হয়তো আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বড়ো আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের কোনায় একটি ছোটো টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে মিকি বললো, বসো। কয়েক মিনিটের জন্যে ক্ষমা করো, আমি তোমার কফি নিয়ে আসি।

ব্যস্ত হচ্ছো কেন, হবে এখন, অমি মৃদু আপত্তি করলাম।

কিন্তু আমার কথা শুনে মিকি আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে বললো কফি খেতে খেতে কথা হবে, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে যে।

সে সেই ঘরে আমাকে একা বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।

হয়তো মিকির কোনো বন্ধুবান্ধব এ বাড়িতে আসেনা। তাই আমি আসবার পরমুহূর্ত থেকে অন্দরে বোধহয় প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আমি ভেতরে ঢোকবার আগে বাচ্ছাদের গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলাম। মিকি চাবি ঘুরিয়ে ঘর খুলতেই সব চুপ হয়ে গেল তারপর বুঝতে পারছিলাম ছোট ছেলেমেয়েদের অনেক কৌতূহলী চোখ আড়াল থেকে

আমাকে ভালো করে দেখে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আমি হেসে ইসারায় তাদের ঘরে আসতে বললাম। আমার ভংগী দেখে তারা নিমেষে উধাও হলো।

আরও শুনতে পাচ্ছিলাম থেকে থেকে কে যেন আপনমনে চীৎকার করে উঠছিলো। নিশ্চয়ই মিকির বাবা। একে ভদ্রলোক পঙ্গু তারওপর ধরেছে ক্যানসার রোগ। আর ক'দিন বাঁচবে কে জানে।

ঘরের চারপাশে আমি আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও ঐশ্বর্যের আড়ম্বর নেই, কোথাও দারিদ্র্যের উলঙ্গ প্রকাশ নেই, সর্বত্র রয়েছে সুরুচির পরিচয়। আমার বারবার মনে হলো আমি যেন কোন ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে বসে আছি। ভাবতেও ভালো লাগলো যে এ বাড়ির মালিক মিকি। সেই মিকি—যে আমার চোখকে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলো।

সে ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, কী সুন্দর তোমার ঘর।

ধন্যবাদ, কফির সরঞ্জাম টেবিলের ওপর রেখে মিকি বললো সেই শিল্পী, মানে আমি যার মডেল ছিলাম, আমাকে ভালো করে ঘর সাজাতে শিখিয়েছিলো—

বেচারী শিল্পী, আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার ভান করে বললাম, কিন্তু যে তোমাকে ঘর সাজাতে শেখালো তাকে তুমি তোমার সাজানো ঘরে চিরকালের জন্যে ধরে রাখলেনা কেন?

পারলাম কই, হঠাৎ যেন মিকি বড় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো, আমি তো তাই চেয়েছিলাম।

তার মনের কোথাও সেই হারানো শিল্পীর জন্যে আজও ব্যথা জমে আছে মনে করে আমি প্রসংগ পরিবর্তনের চেষ্টা করে বললাম, এ কি মিকি, কফির নাম করে তুমি এতোকাণ্ড করেছো কেন? রাত্তিরে দেখছি আমার আর কিছু খাবার উপায় থাকবে না—

নাই বা খেলে একদিন রাত্তিরে। মিকি দু'টো বড়ো বড়ো রুটি আর নানা রকম ফরাসী খাবার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, খাও তোমার খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই?

না না, আমি হেসে বললাম, কিন্তু খাবার আগে তোমার বাবা আর ভাই বোনদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই যে?

মিকি আবার সেই এক কথা বললো, ওদের সংগে আলাপ করবার জন্যে তোমার এ ব্যস্ততা কেন সত্যি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কী অদ্ভুত মানুষ তুমি।

ওদের ডাকো মিকি।

একটু ভেবে মিকি বললো, ভাইবোনদের ডাকবো বৈকি, কিন্তু বাবা!

আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আমারই আগে বোঝা উচিত ছিলো, অসুস্থ মানুষ এঘরে আসবে কেমন করে?

না না সেকথা নয়, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম—

কী ?

মানে, মিকি এক মিনিট চুপ করে থেকে বললো, তোমার সংগে আলাপ করে তিনি খুসি হবেন না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

সেকথা শুনে কী হবে ? নাই বা আলাপ করলে তার সংগে আর আমার বাবা কিংবা ভাইবোন কেউই কিন্তু এক বর্ণও ইংরেজী জানেনা।

সে আমি আমার যেটুকু ফরাসী বিদ্যা তা'তে ঠিক চালিয়ে নেবো, পাছে বেশি বাড়াবাড়ি রকম উৎসাহ দেখালে অভদ্রতা হয় মনে করে আমি বললাম, তোমার দিক থেকে কোনরকম অসুবিধা আছে না কী মিকি ?

হ্যাঁ বাবার বেলায় আছে, শান্ত সংযত স্বরে সে বললো, আমার কোনো বন্ধুবান্ধব এ বাড়িতে আসে তা তিনি চান না।

কেন ? তিনি বুঝি লোকজন পছন্দ করেন না ?

না, তা' ঠিক নয়, শুধু আমার ছেলে বন্ধুদের তিনি আজকাল একেবারেই পছন্দ করেন না।

কেন ?

কারণ তার ভয় হয় পাছে আমি হাতছাড়া হয়ে যাই।

সে কী কথা ? কিছু বুঝতে না পেরে আমার স্বরে শুধু বিস্ময় ফুটে উঠলো।

তুমি কিছু বুঝতে পারছোনা কেন ? মিকি যেন আপন মনেই বলে গেল, এই বয়সে এই অবস্থায় আমাকে নিয়ে বাবার ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক—

কিন্তু কেন ? তোমার টাকায় যখন সংসারের সব হচ্ছে তখন তেমার ছ'একজন বন্ধুবান্ধব এলে তার ভয় হবে কেন ?

কারণ আমার টাকায় সংসার চলছে, কফির কাপে ছোট চুমুক দিয়ে মিকি বললো, আমার কোনো বন্ধু বাড়িতে এলে বুঝে নিতে হবে তার সঙ্গে আমার প্রচুর ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই আমার বাবা ভাববেন হয়তো তাকে আমি বিয়েও করতে পারি। আমি যদি বিয়ে করে চলে যাই তাহলে সংসার অচল হবে। তাই তিনি আমার বন্ধু এলে ভয় পান।

তার কথা শুনে এতোক্ষণ পর আমি সব বুঝতে পারলাম। এতো তলিয়ে আমি ভাবতে পারিনি। হঠাৎ আমার ক'লকাতার ভিখিরিদের কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি অনেক সময় ভিক্ষার সুবিধা হবে বলে তাদের পঙ্গু করে রাস্তায় বের করা হয়। মনে হলো মিকিকেও যেন ঠিক তেমন করে বাইরে বের করা হয়েছে। তার কোনো অঙ্গহানি করা হয়নি বটে কিন্তু সংসারের বিরাট পাথর চাপিয়ে তার মনকে হত্যা করা হয়েছে ! হাজার ইচ্ছা থাকলেও সে আর কোনোদিকে চাইতে পারবেনা, কারোর দিকে চোখ তুলে প্রিয়তমার মতো তাকাতে পারবেনা, কারোর আহ্বানে সাড়া

দিয়ে পরিবারের এ গুরুভার নামিয়ে সে কখনও কোথাও ছুটে যেতে পারবেনা। আর যখন তার বাবা থাকবেনা, ভাইবোনেরা বড়ো হবে, মানুষ হবে তখন মিকির বয়স থাকবে না, কারোর ডাকে সাড়া দেবার মত উৎসাহ থাকবে না।

স্তিমিত স্বরে আমি বললাম, তোমার ভাইবোনদের ডাকো।

মিকি উঠলোনা। চেয়ারে বসেই চীৎকার করে তার ভাই-বোনের নাম ধরে ডাকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে এলো ফুলের মতো দু'টি ছোট ছেলে আর তিনটি মেয়ে। মিকির গা ঘেঁষে আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাদের চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছেলে দু'টির বয়স এগারো-বারোর বেশি হবেনা। শান্ত নম্র চেহারা। মেয়ে তিনটি তাদের চেয়ে ছোটো। কী মিষ্টি, কী সুন্দর! দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। তাদের সাজ দেখে আমি ধরে নিলাম, আমি আসবো বলে তারা অনেক-ক্ষণ থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। হয়তো আজ তাদের সব চেয়ে ভালো পোশাক বের করে পরেছে। কিন্তু যতই সাজুকনা কেন, আমি যেন তাদের শরীরের চারপাশে দারিদ্র্যের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

মিকির কোল ঘেঁষে যে ছোট মেয়েটি আমার চোখের

আড়ালে থাকবার প্রবল চেষ্টা করছিলো, আমি হঠাৎ তাকেই প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কী ?

কিন্তু আমার কথার উত্তর দেবে কী, সে যেন দ্বিগুণ লজ্জা পেয়ে মিকির কোলের মধ্যে একেবারে মিশে যেতে চাইলো। মিকি তাকে টেনে তুলে বললো, এই নাম বলো।

মেয়েটি কোনো রকমে শুধু বললো, জেনিন।

বাঃ সুন্দর নাম, আমি একে একে সকলকে সেই এক প্রশ্ন করলাম। তার বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই কারণ ফরাসী ভাষায় আমার বিদ্যের দৌড় খুব বেশি দূর নয় সেকথা আগেই বলেছি। আমি তাদের দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে আলাপ জমাতে চাইলাম। কিন্তু এবার মিকি বাধা দিয়ে জানালো যে ওদের রাত্তিরের খাবার সময় হয়ে গেছে। এখন আর কিছু খেতে না দেওয়াই ভালো। একটু পরে স্নেহময়ী মায়ের মতো সে তাদের আদর করে বললো, সময় হয়ে গেছে, যাও এবার শুয়ে পড়ো। আমাকে ফরাসী ভাষায় শুভরাত্রি জানিয়ে একে একে চলে গেল। আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মিকির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম! শীতকাল। তাই সময় খুব বেশি না হলেও মনে হয় অনেক রাত। পাশের ঘরে বাচ্চারা কোলাহল করছে, থেকে থেকে ভেসে আসছে বৃদ্ধ ক্যানসার রোগীর আর্ত চীৎকার। কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

প্যারিসের শহরতলীর এক জীর্ণ বাড়ির মধ্যে বসে আমি যেন মানুষের অন্য এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম।

মিকি প্রশ্ন করলো, কী ভাবছো ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব আবাক হয়ে গেছ যেন ?

না, আমি আস্তে বললাম, অবাক হইনি। কিন্তু তোমার সংসার দেখে কি জানি কেন অকারণে সব মানুষের জন্যে আমার বেদনাবোধ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠছে।

মিকি হেসে বললো, কৃপা ? কিন্তু কারোর দয়া ভিক্ষা করতে আমি ভালোবাসিনা যে, আর তাই তো চাকরি করি।

চাকরি ! উদাস স্বরে আমি বললাম, তা করতে গিয়ে তো নিজের সব কিছু হারাতে বসেছো—

বাধা দিয়ে মিকি বললো, সে তো সকলেই হারায়। তুমি কি আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাওনা ? তুমি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো ? বাধ্য হয়ে আমাদের সকলকে শুধু চাকরি বাঁচিয়ে চলতে হয় আর তার জন্যে হারাতে হয় অনেক কিছু।

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, কিন্তু এমন ভাবে বেশিদিন চলতে পারেনা, তাহ'লে মনুষ্যত্ব বলে পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না, এই ক্ষয়, এই অপচয় বন্ধ করতেই হবে।

সে ভাবনা তোমার। আমি তো লেখাপড়া জানি না, অতো কথা ভাববো কেমন করে বলো।

সে রাত্তিরে হোটেলে ফিরে অনেকক্ষণ আমার ঘুম এলোনা।

আমার অনুভূতি যেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। আমি নিজের কথা এর আগে এমন করে আর কখনও ভাবিনি। মিকির মতো আমারও বুকে তো এক জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক চাকরি আমাকে করতেই হবে। আমি আমার নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবতে পারবো না, মনের দিকে তাকাতে পারবোনা, চোখে ঠুলি বেঁধে সমাজের চাকায় শুধু দিনের পর দিন ঘুরে যাবো। ভালো লাগুক বা না লাগুক, মতে মিলুক বা না মিলুক চাকরি আমাকে করে যেতেই হবে।

এমন তো কতোবার হয়েছে যখন চাকরির খাতিরে আত্ম-সম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে। এমন তো কতোবার হয়েছে যখন চূড়ান্ত অপমান বোধ ক'রেও মাসোহারার কথা মনে ক'রে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাইনি। কঠিন শৃঙ্খলে আমার হাত পা বাঁধা, তা ছিন্ন ক'রে মুক্ত হওয়ায় স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নেবার কথা আমি আর কল্পনা করতে পারিনা। তিল তিল ক'রে দিনে দিনে আমাকে আমার মন বিকিয়ে দিতে হয়েছে আমার ওপরওয়ালাদের কাছে।

অথচ শূন্য দম্ভের মোহে আমাদের দৃষ্টি এতো আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে যে এসব কথা সহসা আমাদের মনে আসে না। বাইরের পাঁচজনের কাছে আমি তো খুব সুখে আছি। তারা হয়তো আমাকে ঈর্ষা করে। মাসে হাজার টাকার কাছা-কাছি আমার আয়, আপিসের খরচে আমি ইউরোপের

দেশে বেড়াতে এসেছি—ফিরে গিয়ে আমার পদমর্যাদা আরও বেড়ে যাবে। এসব কথা মনে ক'রে আমিও তো বুঝতে পারিনা, কোথায় আমার শূন্যতা—কোথায় আমার ব্যর্থতা! অমি যদি প্যারিসে না আসতাম, আমি যদি এমন ক'রে মিকির সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে না পারতাম—যদি দূর থেকে তাকে আড়ম্বর আর অজস্র আলোকমালার মাঝে দেখে ফিরে যেতাম তাহ'লে কোনোদিনই আমার শূন্যতা আমার কাছে এমন প্রকট হ'য়ে ফুটে উঠতোনা।

প্রতিদিনের সংসারে আর্থিক দৈন্য এমনি প্রবল ভাবে আমাদের বিচলিত করে যে এই অভাবের হিংস্র ভ্রূকুটি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা ব্যাপক সংবেদনশীল মনের কথা ভেবে দেখবার অবসর পাই না। উপায় নেই। শূন্যতার ধূ ধূ মরুভূমিতে আমাদের রাত্রিদিন বিচরণ করতে হবেই।

দেশে থাকতে চাকরির কথা ভেবে আমার বহুবার মনে হয়েছে যারা আপিসে আমার মাথার ওপরে ব'সে আমাকে নানা আদেশ করে আর আমি বিনা বাক্যব্যয়ে যাদের কথা পালন করি, তাদের অনেকে সব দিক থেকে হয়তো আমার চেয়ে অনেক ছোট—অনেক নিচু। তবু মুখ বুজে আমাকে তাদের সম্ভ্রম করবার ভান করতে হয়, বেদবাক্য মনে করে তাদের আদেশ শিরোধার্য করতে হয়। না করলে কী ঘটবে, আশাকরি সেকথা সবিস্তারে বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলি, এমনি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা যে

আমি প্রতিবাদ জানালে আমার উন্নতির পথ বন্ধ হবে, হয়-তো চাকরিও চ'লে যেতে পারে। আর তা'তে আমার নিজের ছাড়া আর কারোর এতোটুকু ক্ষতি হবে না। যাদের চোখ খোলবার জন্যে আমি আমার সর্বনাশ ডেকে আনবো, তাদের সামান্য পরিবর্তন হবে না, আমার মতো লক্ষ লোক তাদের সমর্থন ক'রে আমার ছেড়ে আসা চাকরি পাবার জন্যে বিনীত আবেদন জানাবে।

তাহ'লে মিকিকে ছোটো মনে ক'রে দূরে সরিয়ে রাখবার আমার কী অধিকার? আমি নিজে তো তার চেয়ে অনেক ছোটো। সংসার চালাবার জন্যে সে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে তার দেহ, আমি বিক্রি করেছি আমার মন। সাধারণের কছে থেকে সে পেয়েছে ঘৃণা আর অপযশ, আমি পেয়েছি অর্থ আর শ্রেষ্ঠ সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু যেদিন নতুন সমাজ সৃষ্টি হবে, বিশ্লেষণের স্বচ্ছ আলোয় আমাদের বিচারের দৃষ্টিভংগি বদলে যাবে সেদিন কারোর বুঝতে বাকি থাকবে না, কে বেশি পেলো আর কে বেশি হারালো। দেহ আর মন—আর্থিক দৈন্যের জন্যে, সামাজিক অব্যবস্থার জন্যে যারা দুই বিক্রি করতে বাধ্য হ'লো তাদের মধ্যে কার অপরাধ বেশি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে একদিন করতে হবেই। যেদিন এতো দম্ভ থাকবে না, এমন বুকজোড়া শূন্যতা থাকবে না, এতো ঘৃণা আর অলীক আত্মপ্রসাদের এমন স্থূল প্রকাশ থাকবেনা। সে দিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া এই

আযোজন মূঢ়তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই।

সে রাত্তিরে একা বিছানায় স্থির হ'য়ে এমনি নানা কথা আমার মাথায় আসতে লাগলো। চোখ বন্ধ ক'রে থাকলেও আমি বুঝতে পারলাম সহজে আজ আমার ঘুম আসবে না।

মেট্রো অনেকক্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। রাস্তায় পথিকের কলরব আর শোনা যায় না। হোটেল লুক্সা একেবারে নীরব। শুধু কঠিন শীতের উন্মত্ত বাতাস জানালার সার্সিতে মাথা ঠুকে ফিরছে বার বার। আর বাইরে সেই হাওয়ার হাহাকার যেন আমার সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ রাত্তিরে সুদূর প্যারিসের সেই শয্যায় আমার নতুন উপলব্ধি আর গভীর বেদনাবোধ আমাকে মৃদু শিহরণে নিদ্রাহীন ক'রে রাখলো সারা রাত। টুকরো হ'য়ে গেল ব্যবধানের প্রাচীর। এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আমি যেন এতোদিন পর এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পেলাম—মূঢ়তার মিল—দাসত্বের মিল!

অ্যাভিনিউ ক্লেবারে ভারত সরকারের প্রতিনিধির আপিস। লণ্ডনে থাকতে শুনেছিলাম যারা প্যারিসে বেড়াতে যায় তাদের অনেককে নাকি দায়ে পড়ে ফেরবার আগে ইণ্ডিয়ান

এম্বেসিতে আসতেই হয়। না এলে ফেরবার উপায় থাকে না তাদের।

একথা শুনে হেসেছিলাম একদিন। প্যারিস এমনি জায়গা যে আনন্দ উপভোগ ক'রে নিঃস্ব হ'য়ে যেতে দেরি লাগেনা মানুষের। তাই যে অর্থ নিয়ে লোকে এখানে আসে খরচের পরিমাণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর অবশেষে অবস্থা এমন হয় যে লণ্ডনে ফিরে যাবার পাথেয় অবশিষ্ট থাকে না। তখন নেই নিঃস্ব পথিক অ্যাভিনিউ ক্লেবারে ভারত সরকারের প্যারিস দপ্তরে আসতে বাধ্য হয়। লণ্ডনে ফিরে শোধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে টাকা ধার করে সেইসব নিঃস্ব পথিক প্যারিসের মায়া কাটায়।

হেসেছিলাম, কারণ সেইসব দুর্বলচিত্ত মানুষের ওপর আমার করুণা জেগেছিলো। হাজার প্রলোভন থাক, তবু কী এমন আকর্ষণ প্যারিসে আছে যার জন্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে আসা অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত কোনো লোক সব ভুলে নিঃস্ব হ'য়ে ভারত সরকারের আপিসে এসে হাত পাতবে!

তাই ইতস্তত করছিলাম। অ্যাভিনিউ ক্লেবারে সেই অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এখন ওপরে গিয়ে আমি নিজে কী কথা ব'লে ঋণ গ্রহণ করবো। তীব্র সঙ্কোচে আমার সমস্ত শরীর মন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

আমার মনে হচ্ছিলো, ওরা তো আমাকে দেখলেই ধরে নেবে আমিও তাদেরই একজন যারা এখানে আনন্দ

উপভোগে মুহূর্তে নিঃস্ব হ'য়ে যায়। কিন্তু কেমন ক'রে আমি তাদের বোঝাবো, এর আগে আর যারা তোমাদের কাছে এসেছিলো, আমি তাদের মতো নই, আমি প্যারিসে এসে যে জ্ঞান লাভ করেছি সেকথা তোমাদের বলবার ভাষা আমার নেই। তবু ওপরে এসে বলতে হ'লো অর্থাভাবের কথা। আরও জানালাম, অন্তত আর এক সপ্তাহ আমি এখানে থাকতে চাই।

সেই অফিসারের নাম আজ আর মনে নেই। দিল্লীর লোক। চেহারা দেখে মনে হ'লো বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন আমাকে কী উপদেশ দেবেন।

যা ভেবেছিলাম তাই। সহকারীকে একটা ফাইল আনতে তিনি আমাকে বললেন, ক'দিন আছেন এখানে ?

আমি উত্তর দিলাম, প্রায় দু' সপ্তাহ।

আর এক সপ্তাহ কেন থাকতে চাচ্ছেন ?

আমি সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। তাঁর কথার উত্তরে কী বলবো তা' তো জানি না। সত্যি কথা বললে আমার সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা হবে তা' তো ভালো ক'রে জানি।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি হেসে আবার বললেন, জায়গাটা বড়ো খারাপ, কী বলেন ?

না, মিথ্যা কথা বলতে আমার বাধলোনা, আমি ফরাসী ভাষা শিখছি কি না, তাই এখানে আর কিছুদিন থাকা দরকার—

বাধা দিয়ে ভারতসরকারের কর্মচারী রসিকতা ক'রে উত্তর বললেন, ভালো সংগিনীর কাছে শিখছেন নিশ্চয়ই? ফরাসী ভাষা শেখাবার এমন মানুষ আর কোথাও পাবেন না, তিনি জোরে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, আমি ঠিক বিশেষ কারোর কাছে ভাষা শিখছি না, দোকানে বাজারে ঘুরে ঘুরে ঝালিয়ে নিচ্ছি মাত্র, কথাটা ব'লেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম। আমার কথা বিশ্বাস না ক'রে তিনি যদি আমার সংগে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন তাহ'লেই সর্বনাশ হবে।

কিন্তু হাসিমুখে তিনি ইংরাজীতে বললেন, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনাকে বলবার আমার কিছু নেই। আমরা শুধু ছাত্রদের সতর্ক ক'রে দিই। টাকা আপনাকে নিশ্চয়ই আমি দেবো। শুধু এইটুকু ব'লে রাখি, জায়গাটা ভালো নয়, এখানে অনেক প্রলোভন। খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। কারণ এই ব্যাপারে আবার যদি আপনাকে আমাদের কাছে আসতে হয়—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি টাকা ধার করবার জন্যে আর কখনও আপনার কাছে আসবো না—কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক ধার ক'রে প্যারিসের ইণ্ডিয়ান

এম্বেসির আপিস থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আমি অ্যাভিনিউ ক্লেবার পার হ'য়ে এলাম।

ভারতসরকারের প্রতিনিধির আপিসের সেই কর্মচারী আমাকে কোনো অন্যায় কথা বলেন নি। আমি যদি তাঁর জায়গায় ব'লতাম তাহ'লে আমিও অন্যকে ঠিক তেমনি উপদেশ দিতাম। হয়তো আজ উপলব্ধির নতুন আলোয় প্যারিসে ব'সে মানুষকে গভীর সমবেদনায় বিচার করা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে খুবই সহজ। কিন্তু আমি যখন দেশে ফিরে যাবো, সেখানকার সংকীর্ণ পরিবেশে অন্য আর একজন সম্পর্কে এমনি গল্প শুনবো, তখন আর উপলব্ধির মূল্য বুঝে তাকে বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে আমার পক্ষে কঠিন হবে।

মধ্যবিত্ত পরিবেশে গ'ড়ে ওঠা মন এতোদিন মানুষের ওপর শুধু অবিচার করে এসেছে। কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ক্রটীর কথা জানতে পারলে আমরা মুখরোচক আলোচনায় সেই ক্রটীকে এতো বড়ো ক'রে তুলি যে তার অন্যান্য গুণ আমাদের কাছে ম্লান হ'য়ে যায়। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ জোর ক'রে আমাদের পরিধি সংকীর্ণ ক'রে রেখেছে, সংস্কার মুক্ত হবার পথে নিরন্তর বাধা সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

তাই প্রতি পদে আমাদের ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। জীবনের পরম সত্যকে স্বীকার করবার সাহস থাকেনা। যিনি স্বীকার ক'রে অন্তরের তাগিদে সংস্কারের বেড়া ভেঙেছেন, আমরা

তাঁকে ব্যংগ করেছি, তাঁর চরিত্র নিয়ে এখানে ওখানে নানা কথা বলেছি।

তাই আজ ভারতসরকারের প্রতিনিধির আপিসের কর্মচারী যদি আমাকে উপদেশ দেয় তাহ'লে আমার কিছু বলবার নেই। প্যারিসের নাইট ক্লাবের মেয়ের সংগে এখানে ওখানে ঘুরে আমি যে জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছি সেকথা শুনলে আমার দেশের লোক তো মনে মনে আমাকে ব্যংগ করবেই।

আমি যদি লেখক হতাম আর মিকিকে নায়িকা ক'রে প্যারিসের পটভূমিকায় এক দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করতে পারতাম আর সে-লেখা যদি সার্থক হ'ত তাহ'লেও আমি জানি আমার শিল্পী মনের চেয়ে, আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর উপলব্ধির চেয়ে সেই সব মধ্যবিত্ত মনের সংস্কার কণ্টকিত পাঠক পাঠিকার কাছে নাইট ক্লাবের মেয়ের সংগে মিশে আমি যে প্যারিসে চরিত্র নষ্ট করেছি—এই কথাটাই বড়ো হ'য়ে উঠতো।

হয়তো সেই কারণেই গভীর উপলব্ধির প্রতিফলন আমাদের দেশের সাহিত্যে খুব কম দেখা যায়। সত্য স্বীকার করবার সাহস ক'জন লেখকের থাকে? জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দেবার তেজ ক'জনের থাকে? যাদের থাকে তাদের দান স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হলেও ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের খুঁতখুঁতানি তো চিরকালের।

হয়তো আমাদের দেশে তাই মেয়ে লেখিকার একান্ত অভাব। নিজের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলে কিংবা জীবনের সত্য অবলীলাক্রমে ব্যক্ত করবার সাহস থাকলে, বিদুষী ব'লে তাকে স্বীকার ক'রে নিলেও, শ্রদ্ধা করবার মতো মনের প্রসার আমাদের কিছুতেই হবে না। ভয়ে ভয়ে পাঁচ কথা ভেবে সংস্কারে ভর ক'রে কলম ধরলে হয়তো দেশ বিশেষের এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু জীবন-ভরানো উপলব্ধি অনুভূতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছোয় না।

মিকি বলেছিলো, আজ সন্ধ্যায় আবার আসবে। বাবার অসুখের জন্যে ও কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছে। কিন্তু যা-ই কারণ ঘটুক না কেন, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ব'সে থাকতে হ'লে ওর নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাই ছুটি নিলেও শহরে না এসে ও পারবে না। এখন শহরে আসা মানে আমার সংগে দেখা করা। এই প্রেরণার পেছনে কী আছে আমি বুঝতে পারলাম। তবু আমি জানি এক ধরণের যন্ত্রণা ছাড়া অবশেষে এই দেখা সাক্ষাতের পেছনে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বরং আমার চেয়ে মিকির অনেক বেশি ক্ষতি হবে। আমার সংগে দেখা না ক'রে অন্য কোথাও গেলে ওর

আর্থিক লাভ হ'তো। তাই ঠিক করলাম যখন আমার কিছু করবার নেই তখন অবিলম্বে প্যারিস ছেড়ে যাওয়া দরকার। না চাইতে অকস্মাৎ যা পেয়েছি, আর বেশিদিন থাকলে সে পাওয়া জুড়িয়ে যাবে। দু'জনের মন অসতর্ক মুহূর্তে কিসের ইংগিত করবে জানি না।

সেদিন মিকির সংগে দেখা হ'তেই বললাম, এবার আমাকে প্যারিস ছাড়তে হবে মিকি। পাথেয় ফুরিয়ে গিয়েছিলো, ভারত সরকারের আপিস থেকে আজ ধার করেছি—

মিকি যেন জোর ক'রে গলা থেকে স্বর বের করলো, কবে যেতে চাও তুমি ?

তার মুখ দেখে মনের অবস্থা বুঝে নিতে আমার দেরি হ'লো না। কিন্তু সব দিক না ভেবে দেখলে আর চলবে না। নিজেকেও শাসন করতে হবে। তা' না হ'লে ভারত সরকারের আপিসে আবার যেতে হবে টাকা ধার করতে। সেদিনের কথা কল্পনা ক'রে সঙ্কোচ বোধ করলাম।

মিকিকে বললাম, আর দু'তিন দিনের মধ্যে লণ্ডনে ফিরে যাবো ভাবছি।

দু'—তিন দিন, শান্তির নিশ্বাস ফেলে মিকি হেসে বললো, সে তো অনেক দেরি। তুমি এমন ক'রে বললে যে আমি ভাবলাম বোধ হয় এখুনি ট্রেন ধরতে যাবে।

তা' করলেই তো ভালো হ'তো মিকি, আমার মনে হয় আমি এখানে থেকে কেবল তোমার ক্ষতি ক'রে চলেছি।

আমার কথার অর্থ ধরতে না পেরে মিকি বললো, কী বলছো বুঝতে পারছি না। কী ক্ষতি তুমি আমার করলে ?

আর্থিক ক্ষতি, আমি ইতস্তত করলাম, আমার সংগে দেখা না ক'রে অন্য কোথাও গেলে তোমার আরও বেশি লাভ হ'তো—

জানি, মিকির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাঁপলো, নিজেকে দেখে আমি নিজেই অবাক হ'য়ে যাচ্ছি এমন ক'রে নিজের ক্ষতি সত্যি তো আমি কখনও করি না !

আজ মিকির দিকে তাকিয়ে তাকে যেন কেমন অন্য রকম মনে হ'লো। ইচ্ছে হ'লো তাকে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটা কথা বলি। কিন্তু পরেই ভাবলাম এ ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে কারোর কোনো লাভ হবে না। প্রসংগ পরিবর্তন করবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে দিলাম।

আজ কোথায় যাবে মিকি ?

তোমাকে নিয়ে দুএকজন আত্মীয় আত্মীয়ার সংগে দেখা করতে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখা না হ'তেই আজে বাজে কথা ব'লে আমার মন বিষিয়ে দিলে—

আমি হাল্কা হাসি হেসে মিকির একটা হাত ধ'রে তাড়াতাড়ি বললাম, আমি খুব দুঃখিত। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, একটু থেমে পথ চলতে চলতে আবার বললাম, আমি সব জানি। সব বুঝি।

তাহ'লে অবুঝের মতো কথা বলো কেন ? তুমি বিদ্বান। তুমি

কি জানোনা স্পষ্ট ভাষায় সব কথা বললে অনেককে রূঢ় আঘাত করা হয় ?

জানি, চুপ ক'রে কাটলো কিছুক্ষণ, কিন্তু উপায় কী মিকি ? জীবনের চরম উপলব্ধি হয় বেদনায়। তখন আঘাত যাকে দিই তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত নিজের বুকে বাজে ব'লে দিশা হারাবার ভয়ে সতর্ক হই।

মিকি বললো, এসব কথা আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমাকে পেয়ে আমার সংসারী হ'তে ইচ্ছে করছে। দেখছোনা কেমন গৃহস্থ বধূর মতো পোশাক পরেছি ? অনেক দিন আত্মীয়দের খবর নিতে পারিনি—ইচ্ছে ক'রেই নিইনি ব'লতে পারো। আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ঠিক করলাম তোমাকে সংগে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোনো আত্মীয় আছে নাকি ?

বা রে, কেন থাকবেনা ? তবে বুঝতেই তো পারো অর্থের চিন্তা ছাড়া এতোদিন আমার অন্য কোনো চিন্তা ছিলোনা ব'লে তাদের সংগে দেখা করবার সময় পাই নি।

আমি হেসে বললাম, এখন তোমার আর অর্থের ভাবনা নেই নাকি ? কথা শুনে মনে হচ্ছে য়াতারাতি তুমি যেন বড়ো লোক হ'য়ে গেছো ?

হয়েছি তো, আমার গা ঘেঁষে পথ চলতে চলতে মিকি বললো, দার্শনিক হ'য়ে সেকথা বুঝি বুঝতে পারোনা ?

খুব পারি। তুমি বড়ো লোক হ'য়ে গেলে আর আমাকে

নিঃস্ব হ'য়ে টাকা ধার করতে হ'লো—
খুব জোরে হেসে মিকি গেয়ে উঠলো, প্যারী তু নে পা সাঁজে—
আমি চ'লে গেলে বুঝবে আমার সংগে ঘুরে নিজের কী ক্ষতি তুমি ক'রেছো!
ছোটো মেয়ের মতো গলার স্বর ক'রে মিকি বললো, অতো বোকা মেয়ে আমি নই। পাকাপাকি ব্যবস্থা এর মধ্যে করে রেখেছি। আগামী সপ্তাহে আমিও চ'লে যাচ্ছি।
আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?
ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড, আরও কতো জায়গায়—
সত্যি? কই আমাকে আগে বলোনি তো?
আগে আমি নিজেই জানতাম না। আজ তোমার সংগে দেখা করবার আগে আমি আমার ক্লাবের ম্যানেজারের কাছে টাকা আনতে গিয়েছিলাম। লোকটা আমার সংগে আজ খুব ভালো ব্যবহার করলো। আমি যেতেই বাবার খবর নিলো। তারপর এক কথায় যা' টাকা চাইলাম দিয়ে দিলো। আর জানতে চাইলো মাস খানেকের জন্যে আমি প্যারিসের বাইরে বেড়াতে যেতে পারি কিনা। আমি কারণ জানতে চাইলে সে বললো এক অ্যামেরিকান ভদ্রলোকের আমাকে স্টেজে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে, তার এখন অনেক দিন ছুটি তাই আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশ বেড়াতে চায়—
তুমি যাবে?

নিশ্চয়ই। না গিয়ে কী করি বলো? এই তো আমার চাকরি। বিদেশে গিয়ে বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ হারাবো কেন, আমার গা টিপে মিকি বললো, কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছিনা, আমার ক্লাবের ম্যানেজার সবসুদ্ধ কতো লাভ করলো?

তার মানে?

গর্বের হাসি হেসে মিকি বললো, সাধারণত এমন বন্দোবস্ত বিদেশীরা ম্যানেজারের সংগে করে। কী জানি কেন, আমার ওপর ম্যানেজারের রীতিমত রাগ আছে। অন্য কাউকে পাঠালে যদি চলতো তাহ'লে সে কখনও আমাকে পাঠাতো না—

কেন? তোমার ওপর তার রাগের কারণ কী?

কারণ আমি তো আর অন্যদের মতো বোক নই যে যা বোঝাবে তাই বুঝবো। টাকা পয়সা নিয়ে ওর সংগে আমি বড়ো গোলমাল করি। অন্যদের বোকা বুঝিয়ে লোকটা যা লাভ করে আমার বেলায় তা পারেনা। এই অ্যামেরিকান ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আমার কথা ওকে বলেছে—

আমি হেসে বললাম, তোমার অমন ঝগড়াটে স্বভাব ব'লে বোধহয় ও তোমাকে দরকারের সময় ছুটি দিতে চায় না।

রসিকতা বুঝতে না পেরে ঝাঁঝালো গলায় মিকি বললো, আর যারা ঝগড়া করে না, জানো তাদের সংগে লোকটা কেমন ব্যবহার করে?

আমি কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, কেমন ব্যবহার ?
তাদের ঠিক মতো মাইনে দেয় না, কারোর সংগে বাইরে পাঠালে নিজে মোটা টাকা আগাম নিয়ে নেয়। ওদের যা পাওনা তার অর্ধেকও দিতে চায় না। কিছু বলতে গেলে, বলে বাইরে যাবার জন্যে ছুটি দিচ্ছি তার জন্যে আমার লোকসান হবে না ? আরামে বেড়িয়ে আসতে পারছো ব'লে তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও !
এমন লোকের কাছে ওরা কাজ করে কেন ?
না ক'রে কী করবে ? সব জায়গায় এক রকম ব্যবহার। চাকরি ছাড়া যেমন সোজা, পাওয়া তেমনি কঠিন। অজস্র রূপসী মেয়ে প্যারিসে চাকরির জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তাহ'লে তুমি ম্যানেজারকে চটাও কেন ? যে কোনো মুহূর্তে তোমার চাকরি চ'লে যেতে পারে তো ?
আমি কিছু গ্রাহ্য করিনা, মিকির মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো, অনেক দেখেছি আমি। চাকরি যায় যাক। অন্য চাকরি না পাই যেমন ক'রে হোক চালিয়ে নেবো। কিন্তু নিজে যেমন কাউকে ঠকাইনা, তেমনি কারোর কাছে ঠকতেও চাই না। আমার পাওনা আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আদায় ক'রে নেবোই—
বাঃ, তোমার মনের জোর আছে মিকি, তোমাকে সহজে কেউ কোনো অসুবিধায় ফেলতে পারবে না।
কিন্তু অসুবিধার মধ্যেই তো আছি, মিকির চোখে জ্বালা ফুটে

উঠলো, এতো চেষ্টা ক'রেও সুবিধা আমার হ'লো না। আমাকে টাকা রোজগারের জন্যে বাইরে যেতেই হবে অথচ বাবাকে কার কাছে রেখে যাবো ভেবে পাচ্ছি না—

কার কাছে রেখে যাবে ?

এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। এক পিসি আমার আছে এখানে, আজ তোমাকে নিয়ে তার কাছে যাবো ভেবেছি, দেখি তিনি কী বলেন।

আর কোনো আত্মীয় আছে তোমার এখানে ?

মিকি হেসে বললো, আছে আর এক মাসতুতো ভাই। সে তোমার মতো দার্শনিক—

আমি দার্শনিক নই মিকি।

তুমি না বললে তো হবে না। যারা তোমার মতো কথা-বার্তা বলে আমার মতে তারা হ'লো দার্শনিক।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা না হয় আমি দার্শনিক হলাম। কিন্তু এবার ঠিক করো কোথায় যাবে—নাকি এমনি হেঁটে হেঁটেই কাটাবে সারারাত ?

না না, লজ্জা পেয়ে মিকি বললো, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? চলো মেট্রো নিই। পিসির কাছে নিয়ে যাবো আজ তোমাকে। তোমার হোটেল লুক্সার কাছেই থাকেন তিনি।

সার্ভ লে কুর্ব্‌ মেট্রোর কাছাকাছি একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে তার নাম রু ব্লোমে। এই রাস্তার ওপর আর এক জীর্ণ অট্টালিকার সামনে আমাকে নিয়ে এসে মিকি দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়ে গেছে। অল্প অল্প বরফ পড়ছে। রাস্তায় কোনো লোক নেই। আসতে আসতে মিকি আমাকে তার পিসির সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে রেখেছে।

পিসি দেখতে খারাপ ন'ন। বয়সের কালে সুন্দরী ব'লে তাঁর নাম ছিলো। কিন্তু বিয়ে তিনি করেন নি। ছেলেদের কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই অনেক বার নানা সুযোগ পাওয়া সত্বেও তিনি কোনো ছেলের সংগে ঘর বাঁধবার কল্পনা করেন নি। তার আরও একটা কারণ ছিলো। মিকির ঠাকুর্দার অবস্থা খুব ভালো ছিলোনা। দুধের ব্যবসা ছিলো তাঁর। তবু তিনি যা সম্পত্তি ক'রেছিলেন মৃত্যুর সময় পিসিকে তা দিয়ে যান। ছেলেবেলা থেকে না পেয়ে পেয়ে পিসির মনের অবস্থা এমন হ'য়েছিলো যে সেই টাকা পেয়ে তাঁর ধারণা হ'লো দেশসুদ্ধ লোক বুঝি কৌশলে তাঁকে শুধু বঞ্চিত করতে চায়। ফলে যিনি তাঁর সংগে যে কোনো কারণে ঘনিষ্টতা করবার চেষ্টা করতেন, পিসি সব সময় ভাবতেন, টাকার জন্যেই তাঁদের এই প্রচেষ্টা।

৬—ইভনিং

অবশ্য পিসির এমনি মনোভাবের জন্যে তাঁকে হয়তো খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ হ'য়ে তিনি কেবলই তাঁর অল্প পুঁজি আগলে রাখতে চাইতেন এবং এই কার্পণ্যের জন্যে সারা জীবন তাঁকে একা কাটাতে হ'লো। বাইরের দৈন্য তাঁর অন্তরেও গিয়ে পৌঁছলো।

মিকি আমাকে আরও বলেছে, তাকে পিসি ভালোবাসেন কারণ যা ক'রে হোকনা কেন, সে নিজে রোজগার করে, কখনও কারোর কাছে হাত পাতে না। পিসির সব সময় ভয় পাছে তঁরে আত্মীয়রা এসে তাঁর কাছে টাকা ধার চায়!

দোতালায় পিসির ফ্ল্যাট। সিঁড়ির আলো তখনও জ্বালা হয় নি। মিকি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো। শুনেছি তার পিসি কিছুদিন ইংল্যাণ্ডেও বাস করে এসেছেন। অর্থাৎ আমার সংগে তিনি ইংরেজীতে দু'চার কথা বলতে পারবেন। কিন্তু মিকির এই ছেলেমানুষীর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। আমার হাত ধ'রে পিসির সামনে দাঁড় করিয়ে কী আনন্দ পাবে সে?

ভাবলাম রাস্তায় বেরিয়ে তাকে সেকথা জিজ্ঞেস করবো।

দরজা খুলে পিসি প্রথমে মিকিকে দেখে চমকে উঠলেন। তারপর উল্লাসে চিৎকার ক'রে বললেন, এ কী! তুই কোথা থেকে? তুই কি এখনও প্যারিসে আছিস?

হ্যাঁ পিসি, আমার হাত ধরে মিকি বললো, আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু। এর সংগে আলাপ করো। খুব পণ্ডিত লোক।

পিসি আমার দিকে অবাক হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার সংগে মিকির কোথায় আলাপ হ'লো ? তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয় না যে তুমি নাইট ক্লাবে যাবার লোক ?

আমি কিছু বলবার আগে মিকি বললো, কোথায় আলাপ হ'লো সে কথা তোমাকে আর একদিন বলবো, একটু থেমে ও আবার বললো, আজ তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি—

আগে ভেতরে এসে ব'স, পিসি ঘরের বড়ো আলো জ্বেলে দিয়ে বললেন, আমি কালই তোর কথা ভাবছিলাম।

হয়তো তাই আমি আজ এসে পড়লাম, মিকি বললো, বেশি-ক্ষণ ব'সবোনা, এই ভদ্রলোক শিগগিরই ফিরে যাবে তাই ওকে প্যারিস শহর ভালো ক'রে দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।

বেশ বেশ, আমার আপাদমস্তক আর একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে পিসি বললেন, কেমন লাগছে প্যারিস ?

খুব ভালো, আমার এবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করা উচিত মনে ক'রে বললাম, আপনার শরীর খুব খারাপ দেখছি, মনে হয় বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালো হবে।

পিসি বললেন, কে বললো আমার শরীর খারাপ ? আমি খুব ভালো আছি।

মিকি সুযোগ বুঝে তার বাবার অসুখের কথা জানিয়ে পিসিকে কিছুদিন তাদের বাড়িতে থাকবার কথা বললো। আমি

লক্ষ্য করলাম কথা শুনতে শুনতে পিসির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বোধহয় দায়িত্ব নেবার কথায় তার মন সায় দিলো না। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। এখানে ওখানে খুব পুরানো টেবিল চেয়ার। একটা বইএর আলমারীতে অনেক ফরাসী বই রয়েছে। কোথা থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। পিসির আর ঘরের বয়সের যেন একটা আশ্চর্য মিল আছে।

ওরা দু'জন এবার ফরাসী ভাষায় কথা আরম্ভ করলো। আমি তার খুব সামান্য বুঝতে পারছিলাম। লক্ষ্য করছিলাম মিকির মুখে বারবার হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠছে।

হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে মিকি আমাকে বললো, চলো। আমার কাজ শেষ হয়েছে।

পিসি বললেন, ব'সো, তোমার বন্ধুকে একটু কফি খাইয়ে দিই।

আমি ভেবেছিলাম মিকি প্রতিবাদ করবে। কিন্তু কোনো কথা না ব'লে সে আবার ব'সে পড়লো। পিসির পাশের ঘরে বোধ হয় কফি তৈরী করতে গেলেন। আমার দিকে মিকি তাকালো না। তার চেহারা দেখে বুঝলাম মনে মনে সে যেন বেশ বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। হয় তো ভেবে ঠিক করতে পারছেনা তার শয্যাশায়ী বাবা আর ছোটো ছোটো ভাই বোনদের দেখবার জন্যে কা'কে রেখে নিজে উপরি উপার্জনের জন্যে বাইরে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ এতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে কেন মিকি ?

কী জানি, এমন ক্লান্ত আমি শিগগির হয়েছি ব'লে মনে পড়ে না! দিন কয়েক ধরে শুধু বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করছে।

যথা সময়ে পিসি ফিরে এলেন। হাতে তাঁর কফির সরঞ্জাম।

কফির কাপ টেবিলের ওপর রেখে পিসি আমার সংগে নানা গল্প করতে লাগলেন। অবশ্য নিজের কথাই তিনি বেশি বললেন। তাঁকে সব কাজ নিজে করতে হয়। বাজার করা থেকে আরম্ভ ক'রে কাপড় কাচা অবধি। ছেলে বেলা থেকে কেউ তাঁর দিকে দেখেনি তাই আজ কারোর জন্যে কিছু করতে হ'লে তিনি প্রাণের সাড়া পাননা।

আমার মনে হয় মিকির কথায় রাজি না হওয়ার কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি এতো কথা আমাকে বললেন। দেশ থেকে প্রথম লণ্ডনে এসে এই ধরনের অনেক বুড়ি দেখে আর তাদের সংগে কথা বার্তা ব'লে আমি অবাক হ'য়ে যেতাম। বলা অবান্তর, দেশের স্নেহশীলা মহিলাদের কথা আমার মনে পড়তো। যারা নিজের কথা না ভেবে পরের জন্যে একের পর এক অনেক কিছু উৎসর্গ করে।

বিলেত এসে প্রথম দেখি কোনো বিধবা কিংবা অনেক বয়স অবধি বিয়ে হয়নি এমন মহিলা সর্বক্ষণ শুধু নিজের কথা

ভাবে। খাবার সময় তাদের চোখে যেন ক্ষুধা ফুটে ওঠে—নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু তারা চিন্তা করেনা।

মিকির পিসি ঠিক সেই রকম এক স্বার্থপর মহিলা হ'লেও তাঁকে দেখে আজ কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হ'লো। আমি আজ তাঁর ব্যবহারে অবাক হ'লাম না, তাঁকে স্বার্থপর মনে করতে পারলাম না।

মিকির মুখ থেকে সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে যা'শুনেছি তা'তে মনে হ'লো এমনি স্বার্থপর হ'য়ে ওঠা তাঁর পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। ছেলেবেলা থেকে তিনি অভাবের মধ্যে মানুষ হ'য়েছেন—পরবর্তী জীবনে তাঁর এমন কেউ ছিলোনা যার ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে যারা তাঁর কাছে এসেছে তারা হয়তো শুধু অর্থ সাহায্য চেয়েছে কিংবা নির্ভর করবার কথা বলেছে। আজ তিনি বাধ্য হয়ে একথা স্পষ্ট বুঝেছেন যে জীবনের শেষ দিন অবধি নিজেকে নিজে না দেখলে আর কেউ দেখবে না—নিজের ভাবনা না ভাবলে আর কেউ ভাববেনা। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের জন্যে আজ তিনি সাধারণের চোখে এমনি স্বার্থপর হ'য়ে উঠেছেন।

আমাদের দেশেও এমন অনেক মহিলা আছে যারা না পেয়ে পেয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের স্বভাব মিকির পিসির মতোই। আজ তাদের কথা আমার মনে পড়লো। কিন্তু একদিন

যাদের নিন্দে করেছি, আজ মনে মনে তাদের প্রশংসা করলাম।

আশ্চর্য, আজ কাউকেই আমার খারাপ লাগছেনা। সাধারণের চোখে যে মন্দ, সেও আজ আমার চোখে ভালো হ'য়ে উঠেছে। বস্তুত, বোধহয় কোনো মানুষই খারাপ নয়, সামাজিক পরিবেশ কাউকে ভালো আর কাউকে মন্দ ক'রে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরে।

বাইরে বেরিয়ে মিকি বললো, পিসিকে কেমন দেখলে ?

ভালো। এখানকার কিছু আমার খারাপ লাগছেনা মিকি।

কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে মিকি বললো, কেন যে শুধু শুধু পিসির কাছে এসে সময় নষ্ট করলাম—এভাবে আমি কখনও কোথাও যাইনা—

ভালোই হ'লো। তোমার পিসিকে আমি দেখে গেলাম।

যেন আপন মনে মিকি বললো, তাইতো এসেছিলাম। কী যে ছেলেমানুষীতে পেয়েছে আমাকে! তোমাকে শুধু আমার চেনা শোনা সব ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

তাই চলো মিকি।

মিকি হেসে বললো, আজ নয়, কাল। আমার মাসতুতো ভাই ড্যানিয়েলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো। ওকে আগে টেলিফোনে জানিয়ে দেবো, তা'না হ'লে তার দেখা পাওয়া মুস্কিল।

কিন্তু আজ কী করবে ? তুমি কি এখুনি বাড়ি ফিরে যাবে ?
না না, চলো আজ তোমাকে ম'মার্টে নিয়ে যাই। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিধে পেলে কোনো হোটেলে খেয়ে নেবো। তারপর ইচ্ছে হ'লে কোথাও নাচ দেখো কিংবা গান শুনো। তুমি কতোক্ষণ থাকবে আজ ?

হেসে মিকি বললো, বল তো সারা রাত্তির ?

আমি উত্তর দিলাম না। শুধু হাসলাম। তারপর মেট্রোয় নেমে ট্রেন ধ'রে ম'মার্টের দিকে রওনা হলাম।

চারপাশে তীব্র আলো, সর্বত্র আনন্দ কোলাহল আর ভেসে আসে দ্রুত সংগীত ঝঙ্কার। মিকির সংগে প্যারিসের প্রাণ কেন্দ্র ম'মার্টে দাঁড়িয়ে আমি সব কিছু বিস্মৃত হলাম। দেশে থাকতে এ ই ম'মার্ট সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছিলাম। এখানে যে শুধু নাচ গান হয় তা'নয়, কতো লেখক, কতো শিল্পী, কতো সমালোচক এখানকার অলিতে গলিতে বাসা বেঁধে আছে। একদিকে জ্ঞানী গুণী—অন্য দিকে রূপের পসারিণীর দল আসর সাজিয়ে বসেছে। সেই সন্ধ্যায় আমার চোখে পড়লো কোলাহল মুখরিত পথের ধারে নিজের আঁকা অজস্র ছবি সাজিয়ে করুণ মুখে ব'সে আছে কোনো শিল্পী। আর একটু দূরে মদের দোকান, সেখানে ভিড়

করেছে অনেক ছেলেমেয়ে—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রূপসী তরুণীর দল।

তার কাছাকাছি কোনো প্রেক্ষাগৃহ থেকে ঐক্যতান ভেসে আসছে।

আমার হাত ধ'রে মিকি বললো, ওখানে যাবে? ক্যান ক্যান নাচ হচ্ছে।

বস্তুত কোনো প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে মুখ বুজে ব'সে থাকবার আমার ইচ্ছে ছিলো না। আর ক'দিনই বা আছি এখানে! মিকিই বা আর ক'দিন এমনি করে ঘুরতে পারবে আমার সংগে! তাই শুধু তার সংগে কথা বলতে বলতে এমনি বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছিলো আমার।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, ক্যান ক্যান নাচ কী?

মিকি আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে হেসে বললো, তোমার খুব ভালো লাগবে দেখতে। প্যারিসে খুব প্রসিদ্ধ এই নাচ। সুন্দরী না'হলে ক্যান ক্যানে যোগ দিতে পারে না—

আমি বললাম, শুধু সুন্দরীদের নাচ? আর কিছু নয়?

না, মিকি আবার হাসলো, তবে ক্যান ক্যান দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এক সংগে অনেক সুন্দরী মেয়ে বাজনার তালে তালে এই নাচ নাচে—অভ্যাস না থাকলে এ নাচ নাচা যায় না। ম'মার্টে ক্যান ক্যান সব চেয়ে ভালো হয়—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, শিগগিরই চ'লে যাবো তাই আজ

আর কোথাও গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। তোমার সংগে শুধু গল্প করতে ইচ্ছে করছে—

তবে তাই করো, মৃদু স্বরে মিকি যেন আপন মনে ব'লে উঠলো, তোমার মতো আশ্চর্য মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি!

মিকির কথা কানে গেলেও আমি কোনো উত্তর দিলাম না। যে শিল্পী ফুটপাথে অজস্র ছবি সাজিয়ে করুণ মুখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সিগার খাচ্ছিলো আমি মিকির হাত ধ'রে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

দেখ মিকি, কী সুন্দর ছবি!

আমার কথার উত্তর না দিয়ে মিকি বললো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। চলো অন্য দিকে যাই।

আমি তার সংগে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, ছবি দেখতে তোমার ভালো লাগে না বুঝি? তা হ'লে চলো ক্যান ক্যান দেখতে যাই?

না না, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছেনা, হঠাৎ থেমে প'ড়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বললো, আজ শুধু তোমার জন্যে আমি ম'মার্টে এলাম। এদিকে আমি কখনও আসিনা—

কেন মিকি? এমন চমৎকার জায়গা—

এদিকে এলে আমার বড়ো মন খারাপ হ'য়ে যায়।

কিন্তু কেন?

অনেকক্ষণ মিকি কথা বলতে পারলো না। মন্থর গতিতে আমরা চলতে লাগলাম। ম'মার্টের অজস্র আলোর উজ্জ্বল রেখা পড়েছে আমাদের দু'জনের সমস্ত শরীরে। সেই আলোয় লক্ষ্য করলাম মিকির মুখ হঠাৎ যেন করুণ হ'য়ে উঠলো।

আমি ফরাসী ভাষায় খুব আস্তে মিকির কানে কানে বললাম, কথা বল মিকি !

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে মিকি বললো, আমার কী হ'লো বলতো হঠাৎ ? তোমার সংগে মিশে এমন ভাব-প্রবণ হ'য়ে উঠলাম কেন ? কোনো কারণ নেই অথচ শুধু শুধু মন দুঃখে ভ'রে যাচ্ছে, আমাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ও নিজেই উক্তি করলো, ফরাসীদের স্বভাব এমনি।

তার কথা শেষ হবার সংগে সংগে আমি ব'লে উঠলাম, তুমিও দেখছি দার্শনিক হ'য়ে উঠলে ?

দূর ! আমি মূর্খ মেয়ে, কী বুঝি আমি যে দার্শনিক হ'য়ে উঠবো।

থেকে থেকে শীতের কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। একটু দূরে সিঁড়ি দিয়ে বেশ অনেকটা পথ ওপরে উঠে পাহাড়ের মতো নির্জন জায়গায় এসে এক বেঞ্চে আমরা ব'সে পড়লাম। আশে পাশে আর কেউ কোথাও নেই। এমন শীতের রাত্রে খোলা জায়গায় এমনি ক'রে ব'সে থাকবার কথা হয়তো কল্পনা করতে পারে না কেউ। অনেকক্ষণ মিকি কোনো

কথা বললো না। দৃঢ় বন্ধনে তাকে আমার পাশে নিয়ে ব'সে রইলাম।

হঠাৎ এক সময় ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশের এক প্রান্তে যেন আগুন ধ'রে গেছে। এতো রাত্তিরে আর কখনও কোথাও আমি তেমন লাল আকাশ দেখি নি। সেই আগুন ধরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

মিকি আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ!

মিকি বললো, ম'মার্টের অমন লাল আকাশ আগেও আমি অনেক বার দেখেছি।

আশ্চর্য, আমি কিন্তু জীবনে এ দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম!

কিন্তু তুমি নতুন লোক। এখানে এ ভাবে আর বেশিক্ষণ ব'সে থেকো না—অসুখ ক'রে যেতে পারে—

করুক, হেসে আমি বললাম, আমি মরতে ভয় করিনা। আর যদি প্যারিসে মরি সে তো আমার সৌভাগ্য।

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মিকি জিজ্ঞেস করলো, ঠিক ক'রে বল তুমি কে?

তার গলার স্বর শুনে আমিও বেশ অবাক হ'য়ে বললাম, তুমি হঠাৎ এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন মিকি? এই দেখ তোমার শরীর কাঁপছে—

নিজেকে সামলে নিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে মিকি বললো, এইজন্যে ম'মার্টে আমি আসতে চাই না। এখানে

এলে বার বার আমার সব কিছু গোলমাল হ'য়ে যায়—
একথা মিকি একটু আগে আমাকে আর একবার বলেছিলো। তাই বাধা দিয়ে আমি এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ম'মার্টকে তুমি এড়িয়ে যেতে চাও কেন ?

সেকথা বলবার জন্যেই তো আজ তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম, আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে মিকি সেই লাল আকাশের দিকে তাকালো, কখনও কাউকে সেকথা বলিনি, আজ কেন সেকথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে! আমার মনের মধ্যে যে এতো দুঃখ জমে আছে, তোমার সংগে আলাপ করবার আগে আমি তো সেকথা জানতাম না—

আমি শুধু আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, বল মিকি কী তোমার দুঃখ ?

আমার কথা শুনে কয়েক মিনিট সে চুপ ক'রে রইলো। কোনো কথা বলতে পারলো না। আমি বুঝতে পারলাম আমার কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সমবেদনা পেয়ে তার মন অপরিমেয় দুঃখে ভ'রে উঠেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ছাড়া এতোদিন সে নিজের সংসারের কথা মনে ক'রে অন্য কোনো কথা ভাববার সময় পায়নি। কিন্তু আমাকে দেখে সে আবার নতুন ক'রে বুঝতে পেরেছে হয়তো এই পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্থূল লাভ লোক-সানের হিসেব মাঝে মাঝে ভুলিয়ে দিতে পারে। তা' না

হ'লে এতোদিন পর তার মতো মেয়ের চোখে আবার নতুন ক'রে জল জমে উঠবে কেন!

আকাশ যেন আরও লাল হ'য়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জোর বেড়ে গেছে হঠাৎ। তবু আমার একটুও শীত লাগছেনা। দূরে কোথায় এক সুরে নাচের বাজনা বেজে চলেছে আর থেকে থেকে ভেসে আসছে নর নারীর উল্লাসের রেশ।

কথা বল মিকি?

একদিন তোমাকে বলেছিলাম, আমার কথা শুনে যেন লক্ষ্মী মেয়ের মতো সে কথা বলতে আরম্ভ করলো, এক শিল্পীকে আমি ভালো বেসেছিলাম। সেকথা মনে আছে তোমার?

আছে।

আজ তার কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, শুনবে?

নিশ্চয়ই শুনবো। বল মিকি?

কয়েক মিনিট তার মুখ থেকে কোনো কথা বার হ'ল না। আমাকে শক্ত ক'রে ধরে সে কিছুক্ষণ চুপ চাপ ব'সে রইলো। আমি বুঝতে পারলাম তার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। আজ, মিকি বলতে আরম্ভ করলো, রাস্তার ধারে এক শিল্পীকে দেখে তুমি দাঁড়িয়েছিলে আর আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করছিলাম সেকথা বোধহয় তুমি বুঝতে পারো নি?

ওই শিল্পী কি তোমার বন্ধু নাকি মিকি?

না, কিন্তু সেও অমনি ছবি এঁকে পথের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পয়সা পাবার আশায় সিগার টানতো। আর আমিও তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম—

তারপর ?

আমি জানতাম আমাকে সুখে রাখবার জন্যে তার চিন্তার শেষ ছিলো না। আমি বুঝেছিলাম আমাকে বাদ দিয়ে তার চলবে না। আর সত্যি, আমাকে বাদ দিয়ে তার চলতো না—সে আমার ওপর এতো বেশি নির্ভর করতো যে একদিন আমার সংগে দেখা না হ'লে কোনো কাজে মন দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হ'তোনা। সব বুঝতে পেরেছিলাম আমি। কিন্তু সেদিন তার সংগে অমন ব্যবহার করবার অর্থ আমি খুঁজে পাই নি—শূন্য দৃষ্টিতে লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে মিকি চুপ ক'রে ব'সে রইলো। আর কথা বলতে পারলো না।

আমি বললাম, যদি তোমার কষ্ট হয় তা'হলে আজ থাক মিকি, এ প্রসংগ বাদ দাও, আর বলবার দরকার নেই—

না না, সজোরে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রে মিকি ব'লে উঠলো, আমাকে বলতে দাও। আমার বুকে যে গ্লানি জমে আছে তার কিছু লাঘব হোক। এমন ক'রে কে শুনবে আমার কথা ? তোমার মতো মানুষের দেখা আর তো পাবো না আমি !

আমি যদি বড়লোক হতাম, মিকি আবার বলতে আরম্ভ

করলো, তাহ'লে তার সংগে হয় তো আমি অমন ব্যবহার করতে পারতাম না—

কেমন ব্যবহার ?

ভয়ে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

কিসের ভয় ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসতো ?

হ্যাঁ, আর আমারও মনে হ'তো আমি যেন তার জন্যে সব করতে পারি। তারপর যথাসময় দেখলাম, না তার জন্যে অনিশ্চিত জীবনকে বরণ ক'রে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, একটু চুপ করে থেকে সে বললো, তুমি দার্শনিক, আমি জানি আমাকে তুমি অবিচার করবে না। তাই হয়তো তোমার সংগে এমন ক'রে আমি কথা বলতে পারছি। অনেকবার আমি নিজে ঠকেছি, কিন্তু যে আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসলো আমি শুধু তাকেই ঠকিয়েছি—নির্মম আঘাত দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। ভেবেছিলাম জীবনের সে-অধ্যায় চুকে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কে জানতো সেকথা ভেবে আমার সমস্ত মন জ্বলে পুড়ে যাবে ? সে তো কোনো অন্যায় করেনি—কোন অপরাধ করেনি—শুধু আমাকে ভালবেসেছিলো। তাহ'লে কেন আমি তাকে অমন মর্মান্তিক আঘাত দিলাম ? কেন প্রেমের চেয়ে আমার লোভ বড়ো হ'য়ে উঠলো ? তার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের লোভ মিকি ?

বলছি। আজ সব বলবো তোমায়। কিছুই বাকি রাখবোনা। তার ভাবনা থেকে থেকে আমার সব গোলমাল করে দেয়, আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে। তাই এই ম'মার্টের দিকে আমি কখনও আসি না—

সেই শিল্পী এখানে থাকতো বুঝি?

হ্যাঁ এই ম'মার্টের অলিগলি আমার চেনা। যৌবনের আরম্ভে আমি এদিকে রোজ আসতাম। প্রথমে আমি এসেছিলাম তার মডেল হ'য়ে। তোমাকে বলেছি আমাদের সংসারের অবস্থা ভালো ছিলো না তাই খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাকে টাকা রোজগারের কথা ভাবতে হয়। পাওনা টাকা সে আমাকে প্রথম থেকেই নিয়মিত দিতে পারে নি। তারও টাকা ছিলো না। তাই আমি প্রায়ই ভাবতাম, ফিরে যাই, অন্য কোথাও গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করি। এভাবে সময় নষ্ট ক'রে আমার লাভ নেই। কিন্তু যাই যাই করে শেষ অবধি আমি কিছুতেই অন্য কোথাও যেতে পারলাম না—

তারপর?

আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে কিসের জোরে সে আমাকে বেঁধে ফেলেছিলো। তার অসহায় ছন্ন-ছাড়া ভাব অসীম সমবেদনায় আমার মন ভ'রে তুলেছিলো। আমি যেন মূর্ত যৌবনকে পেয়েছিলাম। তাকে চোখের সামনে দেখলে আমি সব কিছু ভুলে যেতাম। তখন আমার প্রথম

যৌবন। প্রেমের চেয়ে বড়ো আমার কাছে আর কিছুই ছিলো না। তাই তার দারিদ্র্য আমাকে মুহূর্তের জন্যে বিচলিত ক'রতে পারে নি। আমাদের দু'জনের প্রথম যৌবনের প্রেম দারিদ্র্যকেও জয় ক'রে নিয়েছিলো, হঠাৎ থেমে আস্তে আমার গালে হাত বুলিয়ে মিকি জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি শুনছো ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে মিকি। যদি বলতে তোমার কোনো বাধা না থাকে তা'হলে সব কথা অসঙ্কোচে ব'লে যাও!

ভারী স্বরে মিকি আবার বলতে লাগলো, ম'মার্টের খুসী আলো আর নাচের বাজনা শুনে তোমার মতো কতো বিদেশী অবাক হ'য়ে গেছে। তারা আরও অবাক হবে যদি আমার সংগে, ওই যে সেখানে ক্যানক্যান হচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেটা ধ'রে সামান্য এগিয়ে গিয়ে যে কোনো ছোটো পুরোনো বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী আছে সেখানে ?

সেখানে আলো নেই, শুধু আছে অভাব আর অফুরন্ত প্রাণ, একটু চুপ ক'রে থেকে মিকি বললো, অমনি বাড়ির এক ঘরে আঁদ্রে থাকতো। আমি সেই ঘরে রোজ তার সংগে দেখা করতে যেতাম। আমি ছিলাম ব'লে তুচ্ছ সাংসারিক অভাব তার কাছে বড়ো হ'য়ে ওঠেনি। কতো রাত্তিরে হাসি মুখে সে না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ

আঁদ্রের কথা তোমাকে বলতে গিয়ে আমার আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য তখনও তো আমি দারিদ্র্যকে এতোটুকু ভয় করি নি!

কেন ভয় করবে মিকি, আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, যৌবনের কাছে সব কিছু হার মানে।

জানি কিন্তু মুহূর্তের ভুলে চিরকালের জন্যে আমার যৌবন শেষ হ'য়ে গেল, অকাল বার্ধক্য আচ্ছন্ন করলো আমার সারা মন। এবার তোমাকে সেই কথা বলি!

শুধু আঁদ্রে নয়, ওই রাস্তায় যে বাড়িগুলি আছে তার ঘরে ঘরে অসংখ্য দরিদ্র শিল্পী থাকতো তখন। তারা প্রত্যেকে জীবনের সব কিছু শিল্প সাধনার জন্যে তুচ্ছ ক'রেছিলো। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অভাবের সংগে নিদারুণ সংগ্রাম ক'রেও মুহূর্তের জন্যে তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে নি। আমার বন্ধু আঁদ্রে ছিলো তাদেরই একজন। তার ধরণ ধারণ চাল চলন জীবন যাত্রার রীতিনীতি আমার মনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলো যে তার হাত ধ'রে সব ভাসিয়ে দিয়ে আমার শুধু পথে পথে ঘুরতে ইচ্ছে করতো। ঘরে ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগতো না! প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা মজার ব্যাপার হ'তো। যেদিন সকাল থেকে রাত্তির অবধি পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গেলেও একটি ছবি বিক্রি হ'তোনা সেদিন শূন্য পকেটে আমাদের বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হ'তো। কিন্তু সামনে

দিয়ে নয়, আমরা ঢুকতাম পেছনের দরজা দিয়ে চোরের মতো—

তার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

মিকি হেসে বললো, পাছে বাড়িওলা টের পায়।

আমিও হাসলাম, এখানেও এরকম হয় নাকি ?

উপায় কী, আমার ঘাড়ে হাত রেখে মিকি বললো, আমরা যে বাড়ি ফিরেছি সেকথা যেন কেউ বুঝতে না পারে তাই আলো জ্বালা হ'তো না। অন্ধকারে ব'সে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতাম। আঁদ্রের সংগ ঘরের সব অন্ধকার দূর ক'রে আলোর বিপুল বন্যা বইয়ে দিতো। বাইরে থেকে ডেকে ডেকে বাড়িওলা সাড়া পেতো না। ঘরে কেউ নেই মনে ক'রে বিরক্ত হয়ে ফিরে যেতো লজ্জা পেয়ে। আঁদ্রে আমাকে বলতো, ছি ছি, কী লজ্জার কথা বলতো মিকি ! বেচারী আমার কাছ থেকে কতোদিন যে ভাড়া পায়নি ! এবার ছবি বিক্রি হ'লেই কিছু না ভেবে সব টাকা আগে ওর হাতে তুলে দেবো।

মিকি একটু চুপ করে থেকে বললো, কী দরকার দেবার ? কী দরকার ঘরে থাকবার ? চলো তোমার রঙ তুলি নিয়ে আমরা পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াই—

এমন ক'রে পথে বেরিয়ে পড়বার কথা আমি তাকে প্রায়ই বলতাম। জানতাম ঘর তার জন্যে নয়। ঘরে বসে থাকলে চিরদিন এমনি অন্ধকারেই থাকতে হবে। কারণ সে

ছিলো ঘরছাড়া ছন্নছাড়া এক ভবঘুরে। দেয়ালঘেরা গণ্ডিতে সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। আর সে কোনদিন ঘর গড়বার কল্পনাও করতে পারতো না। যা পেতো তখুনি খরচ করে ফেলতো। একহাজার ফ্রাঙ্ক পাবার আশা থাকলে ধরো আমার জন্যে দু'হাজার ফ্রাঙ্ক ধার ক'রে জিনিশ কিনতো। সঞ্চয় করবার কথা তার বোধহয় কখনও মনে হয় নি।

আমি জানিনা আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে কিনা, মিকি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, এই ধরণের পুরুষের জন্যে ফ্রান্সের মেয়েরা সব ছাড়তে পারে। না দিক ঘর, না থাক ঐশ্বর্য, এমন লোকের থাকে অফুরাণ প্রাণ আর তারই জোরে মেয়েদের ঘর বাঁধবার চিরকালের স্বপ্ন চুরমার ক'রে দিয়ে এরা তাদের ক'রে তোলে মহাপথিক। তাই আমিও তাকে নিয়ে নীড় রচনার স্বপ্ন কখনও দেখিনি—আঁদ্রের চোখের তারায় আমি শুধু দেখেছিলাম সুদূর বিস্তৃত পথ!

মিকির মুখের দিকে আশ্চর্য হ'য়ে তাকিয়ে আমি বললাম মিকি তুমি জানো না তুমি কতো সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারো! না না, আমি এমন ক'রে কথা বলতে আজকাল ভুলে গেছি। তোমাকে পেয়ে আমার মনের মধ্যে সেই হারানো সুর আবার নতুন ক'রে ফিরে ফিরে বেজে উঠছে আর কে যেন আমাকে দিয়ে এতো কথা বলাচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করো আমি কিছু বলছি না। আমি পথের মূর্খ নগণ্য মেয়ে। আমি কেমন ক'রে এসব কথা বলবো!

ম'মার্টের লাল আকাশ অকস্মাৎ যেন আরও লাল হ'য়ে উঠলো। শীতের এলোমেলো বাতাস ওড়ালো মিকির সোনালী চুল। আবার নতুন ক'রে ক্যান ক্যানের বাজনা বেজে উঠেছে। কতো রাত হ'লো কে জানে।

নিজেকে ধনবান মনে হ'লো আমার। আমি কী দিয়েছি মিকিকে ? কিছুই না। তার প্রতিদিনের প্রাপ্য থেকে শুধু বঞ্চিত করেছি তাকে কিন্তু নিঃসন্দেহে সে আমার কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছে যা ভুলিয়ে দিয়েছে তার আর্থিক লাভ লোকসানের কথা। তার মনের অতল থেকে আমি তুলেছি বহুমূল্য মণিহার। আমি তাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছি লোকাতীত মহিমায়। জীবনের সব চেয়ে সেরা সম্পদে আমি বিত্তবান। গভীর সমবেদনায় যে অংগার হীরকখণ্ড হ'য়ে ওঠে সেকথা আমি আগে বুঝতে পারি নি কেন !

ভরা গলায় বললাম, তারপর কী হলো বল মিকি ?

তারপর ! মিকি বেশ জোরে হাসলো এবার, তারপর এক সন্ধ্যায় আমার ক্ষণিকের যৌবন ফুরিয়ে গেল, আমি বুড়ি হ'য়ে গেলাম। আঁদ্রেকে তখন আর খুজে পেলাম না।

বুঝতে পারছিনা তোমার কথা।

কয়েক মিনিট মিকি চুপ ক'রে রইলো। তারপর আবার খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, এমনি এক শীতের রাত্তিরে আঁদ্রের ঘরে ব'সে আমি তার সংগে গল্প করছিলাম। বাড়ি-ওলার ভয়ে সেদিনও আলো জ্বালা হয়নি। কিন্তু সতর্ক হবার

কথা আমাদের খেয়াল ছিলো না, আমরা বেশ জোরে কথা বলছিলাম।

আঁদ্রে এক সময় আমাকে বললো, মিকি চলো আমরা দূরে কোথাও চ'লে যাই—

কোথায় যাবে ?

যেখানে হয়, আঁদ্রে বললো, নিসে, পিরিনিজে কিংবা ব্রিটেনিতে। প্যারিস ছাড়বার কথা আমি ভাবতে পারি না মিকি কিন্তু এখানে থেকে তো কিছুই করতে পারছি না। তোমার কথা মতো পথে পথে ঘুরে দেখি কিছু করতে পারি কি না!

আমি হেসে বললাম, আমি তো তাই চাই গো। ঘর আমাদের কারোর জন্যেই নয়। আমার মনে হয় উত্তর ফ্রান্সে কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্সে ঘুরে বেড়ালে তোমার আনন্দ হবে আর পরিশ্রম সার্থক হবে। বল কবে যাবে ?

চোখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে আঁদ্রে খুশিতে প্রায় চিৎকার ক'রে বলে উঠলো, এক্ষুনি !

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে আঁদ্রের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো। সে উত্তর দিলো না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে শুধু বললো, কী হবে মিকি ?

চুপ, উত্তর দিও না।

আজ আর রক্ষে নেই, ফিস ফিস ক'রে আঁদ্রে বললো, অনেক

দিন বাড়িওলাকে ফাঁকি দিয়েছি। আজ ও কিছুতেই ছাড়বে না। আমাদের গলার স্বর শুনতে পেয়েছে—

আঁদ্রের কথা শেষ হ'লো না। পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িওলা ততো ক্ষণে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

আঁদ্রেকে কঠিন স্বরে সে শুধু বললো জোচ্চোর!

তারপর তাকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে ঘরে তার যা কিছু জিনিষপত্র ছিলো, টান মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। রঙ তুলি ছবি—সব কিছু। অবশেষে কঠিন দৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো, বেরোও! যদি কোন কথা বল তাহ'লে আমি পুলিশ ডাকবো।

আমি ভেবেছিলাম আঁদ্রে বাধা দেবে, প্রতিবাদ করবে! কিন্তু আশ্চর্য সে একটী কথাও বললো না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছড়ানো জিনিষপত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখ করুণ হ'য়ে উঠেছে, চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় ভাব। আমার সমস্ত শরীর অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপছিলো। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি। আঁদ্রের এমন দীন মূর্তি কল্পনা করা আমার অসাধ্য ছিলো। এমন লোকের সংগে আমি কোথায় যাবো! এ কেমন করে রক্ষা করবে আমাকে! এর ওপর আমি কোন সাহসে নির্ভর করবার কথা ভাববো। আঁদ্রের করুণ মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিলো।

এক সময় সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মিকি তুমি প্রস্তুত?

আমি উত্তর দিলাম না—উত্তর দিতে পারলাম না বলতে পারো। শুধু বুঝতে পারছিলাম না কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সব কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেছে, যৌবন যেন আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে—আমি অত্যন্ত আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছি। আঁদ্রের হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সাহস আর আমার নেই। তুমি ক্ষমা করো, আমি বোধহয় কিছুতেই তোমাকে বোঝাতে পারবো না মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার অমন সাংঘাতিক পরিবর্তন হ'লো কেমন করে! পাছে আঁদ্রে আমাকে আবার তার সংগে যেতে অনুরোধ করে তাই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম।

তারপর যথাসম্ভব আমি ম'মার্টকে এড়িয়ে গেছি। ওদিকে আমি আর কখনও যাইনি—যতোক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততোক্ষণ যাবো না।

আঁদ্রের কথা ভেবে আজও থেকে থেকে আমার চোখে জল জমে ওঠে—তার সেদিনের ব্যথা দ্বিগুণ হ'য়ে আমার বুকে বেজে ওঠে—

মিকিকে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর আঁদ্রের সংগে তোমার আর দেখা হয় নি ?

না, কখনো না। আমি জানিনা সে কোথায় চ'লে গেল। যদি প্যারিসে থাকতো তাহলে হয় তো কোথাও না কোথাও দেখা হ'তো—

অনেকক্ষণ মিকি কথা বললোনা। আমি বুঝতে পারছিলাম তার বুকের ভেতর কান্নার তরংগ ফুলে উঠছে। এখুনি সে হয়তো ভেঙে পড়বে ভারী কান্নায়। মানুষের এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে আঘাত লাগলে মনের যতো লুকোনো ব্যথা বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

আমি বললাম, আর কিছু বলবে ?

হ্যাঁ, এখনো আসল কথাই তোমায় বলা হয়নি যে, আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে মিকি বললো, ঘর থেকে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে আঁদ্রেকে যখন বাড়ীওলা রাস্তায় বের ক'রে দিলো তখন তার মনের অবস্থা কেমন হ'য়েছিলো সে কথা আমি আজ বুঝতে পারি, সোজা হ'য়ে ব'সে আমার দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বললো, আজ বুঝতে পারি। তার নীরব দৃষ্টিতে যে আবেদন ফুটে উঠেছিলো আমার স্বার্থপর মন সেদিন তার মূল্য বুঝতে পারেনি। যে অসহায়, যে নির্ভর করতে চায়, যে একেবারে ছেলে মানুষ মেয়েদের সব কিছু তো তাদেরই জন্যে। যদি আমি সেদিন আঁদ্রের সংগে থাকতে পারতাম, পথের সংগী হ'য়ে তাকে সাহস দিতাম তাহ'লে আমি জানি শিল্প জগতে চিরদিন তার নাম অক্ষয় হ'য়ে থাকতো। দেশ থেকে, সমাজ থেকে, কর্মজগত থেকে সে এমন ক'রে কিছুতেই উধাও হ'য়ে যেতে পারতো না—

মিকিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে আমি বললাম, নিজেকে

অকারণে দোষ দিওনা মিকি। আমার মনে হয় না তুমি খুব বড়ো অন্যায় করেছো। তোমার কথা শুনে আমি তোমার কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো আঁদ্রেকে প্রবঞ্চনা করোনি, শুধু—

আমাকে বাধা দিয়ে মিকি বললো, না। কিন্তু আমি নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছি। ঘর না থাকবার জ্বালা আজ মনে প্রাণে বুঝতে পারছি। বেচারী আঁদ্রে! তাকে অমন ক'রে হারা-বার পর নিজের ওপর আমার কেমন যেন ঘৃণা হ'লো। ঠিক করলাম ঘর বাঁধবার কল্পনা করবো না। যে অর্থের প্রলোভন আমার মনের অবচেতনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো আমার সমস্ত দেহ দিয়ে আমি সেই অর্থেরই সাধনা করবো। কিন্তু কী হ'লো? আমি কী করতে পারলাম?

যদি কোনোদিন শেষ নিশ্বাস পড়বার আগেও আমার সংগে আঁদ্রের দেখা হয় তাহলে তাকে শুধু বলবো, তোমাকে অসহায় অবস্থায় রাস্তায় ফেলে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজের কাছ থেকে আমি পালাতে পারিনি আঁদ্রে! সমাজ আমাকেও গলা ধাক্কা দিয়ে পথে ঠেলে দিয়েছে। আমার ঘর নেই, প্রিয়জন নেই, বিশ্রাম নেই। তোমার সংগে সেদিন যদি যেতে পারতাম তাহ'লে আর কিছু না থাকলেও তোমার তুলি থাকতো, রঙ থাকতো—আর তোমার রঙে আমার সমস্ত জীবন ভ'রে উঠতো! কিন্তু আজ?

গভীর স্বরে আমি শুধু ডাকলাম, মিকি!

ডাক শুনে মিকির ঠোঁট কাঁপলো বারবার, তুমি কোথাকার মানুষ জানি না। কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকেই আমার হারানো প্রিয়তমকে তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। কী আশ্চর্য মিল তোমাদের দু'জনের! ঠিক তোমার মতো ছিলো সে। কোনো কিছু ভাবতোনা। তুমি যেমন অকারণে প্যারিসে থেকে গেলে, তুষার মাথায় ক'রে আমাকে দেখবার জন্যে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলে, সব ভুলে যৌবনের ডাকে সাড়া দিলে—সেও ছিলো ঠিক তেমনি। কিন্তু কেন তুমি আমাকে দিয়ে এতো কথা বলালে? এখন কী হবে আমার—

বাধা দেবার আগেই আমার কোলের ওপর প'ড়ে মিকি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমি তাকে সান্ত্বনার একটি কথাও বলতে পারলাম না। আর মিকির সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবলাম তার সমস্ত মন জুড়ে বেদনার যে মেঘ জমে আছে উপলব্ধির আলোয় তা যদি সহসা পুঞ্জীভূত হ'য়ে কান্নার প্লাবন আনে—তাকে থামাবার সাধ্য আমার নেই!

ম'মার্টের মতো প্যারিসের আর এক প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নাম মোপারনাস। এখানেও শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের বাস। পথে মিকি বলেছিলো তার মাসতুতো ভাই ড্যানিয়েল মোপারনাসে থাকে। তার সংগে আলাপ

হ'লেই আমার সাধ মিটে যাবে। আলাপ করবার মতো মিকির আর কোনো আত্মীয় নেই প্যারিসে। ড্যানিয়েলকে সে আগেই ফোনে জানিয়েছিলো যে তার এক ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় মোপারনাসে আসছে। আমি ভারতীয় শুনে নাকি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলো ড্যানিয়েল। মিকিকে ব'লেছিলো, কিছুতেই যেন ভুল না হয়, আজ সন্ধ্যায় সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। তারপর আমাদের নিয়ে খেতে বেরোবে বাইরে কোথাও। মেট্রোয় মোপারনাসে আসতে আসতে আমি মিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, ড্যানিয়েল বিয়ে করেছে ?

পাগল, মিকি হেসে বললো, ওকে কে বিয়ে করবে ? থাকা খাওয়া কথা—ওর কিছুর ঠিক নেই।

বাঃ, তাহলে দেখছি ড্যানিয়েল খাঁটি ফরাসী—

খুব জোরে হেসে মিকি বললো, ফরাসীদের ওপর তোমার তো খুব ভালো ধারণা দেখছি !

তোমাকে দেখে সে ধারণা আরও ভালো হ'য়ে গেছে।

আঃ, লজ্জা পেয়ে মিকি বললো, বারবার তুমি আমাকে অমন ক'রে ব'লো না। আমাকে দেখে এখানকার কিছু বিচার করোনা। আমি কে ? কেউ নই, কিছু নই—

আমি আর কথা বললাম না। কিছুক্ষণ পর মিকির সংগে মোপারনাস মেট্রোয় নেমে পড়লাম।

মেট্রো থেকে ড্যানিয়েলের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়।

স্টেশনের বাইরে এসে আমরা হেঁটে পথ চলতে লাগলাম। আজ তেমন ঠাণ্ডা নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ড্যানিয়েল কী করে মিকি ?

ও আবার করবে কী ? মিকি হাসলো, বলে তো খবরের কাগজের আপিসে কাজ করে। কী কাজ ঈশ্বর জানে।

আমি উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম, খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করে নাকি ড্যানিয়েল ? তা'হলে তো ও সাংবাদিক ?

কে জানে ! চলো না, ও যেমন ভাবে থাকে যে দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না পয়সা কড়ি কিছু পায়—

সাংবাদিকের অবস্থা সব দেশেই সমান।

মিকি বললো, ওর নাম সহ্য করতে পারে না পিসি। কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই ড্যানিয়েলের।

আমি হেসে বললাম, তেমন লোকের ভরসায় তুমি তোমার অসুস্থ বাবা আর ভাই বোনদের কোন ভরসায় রেখে যেতে চাও ?

কী করবো বল ? আর কেউ যে নেই আমার। তবে কেন জানি না, আমাকে কোনো কথা দিলে ড্যানিয়েল সব সময় তা রাখে !

তোমার কথা অনেকেই রাখে মিকি। তাদের সকলের খবর হয়তো তুমি রাখো না—

মিকি শুধু বললো, কী জানি ! আমি তো কিছুই জানি না।

হাল্কা সুরে আমি বললাম, আমাকে রেখে যাওনা তোমার বাড়িতে?

রসিকতা বুঝতে না পেরে আমার কথা শেষ হবার সংগে সংগে মিকি বললো, কী যে বল! ভয়ংকর দারিদ্র্যের মধ্যে তোমাকে 'কেমন ক'রে রেখে যাবো আমি? তুমি বিদেশী, তুমি বড়োলোক, দেশে ফিরে প্যারিসের কথা মনে ক'রে তোমার দুঃখের শেষ থাকবে না যে—

তবু প্যারিসকে মনে থাকবে। আনন্দের কথা মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু দুঃখের কথা কেউ ভোলেনা মিকি।

আমি কিছু বুঝিনা কিন্তু তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি যদি আমাদের ভাষা জানতে তাহ'লে আরও কতো ভালো ক'রে তোমাকে আমার সব কথা বলতে পারতাম!

ভাষা না জেনেও আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছেনা মিকি। তুমি যেটুকু বলেছো, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝে নিয়েছি, তুমি ভাবনা ক'রোনা।

আমি জানি। তাই তো তোমার সংগে কথা বলতে আমার এতো ভালো লাগে। আমি জানি না কেমন ক'রে তুমি মানুষের মনের কথা এতো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারো।

আমি বললাম, মনে অনেক সময় অনেক কথা জমা হ'য়ে ওঠে মিকি যেকথা কোনোদিনও স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না! তেমন

মানুষের দেখা পেলে কিছু না বলতেই সে সব কথা আপনি বুঝে নেয়।

মিকি সায় দিয়ে বললো, ঠিক। তোমার মতো করে কথা বলতে পারি না কিন্তু তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি।

আর কয়েক পা এগিয়ে একটা বেশ বড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মিকি বললো, এই যে ড্যানিয়েলের বাড়ি!

বাঃ বেশ চমৎকার বাড়ি তো! তোমার ভাই বুঝি খুব বড়োলোক?

দূর, এখানে অনেক ভাড়াটে। সব চেয়ে বিশ্রি ঘরটায় ড্যানিয়েল থাকে।

দোতলায় ছোটো একটা ঘর। বইএ ঠাসা। আমাদের দেখে যে সরল মানুষটি হাসিমুখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলো বুঝে নিলাম সেই মিকির মাসতুতো ভাই ড্যানিয়েল। চেহারা দেখেই বোঝা যায় খাঁটি ফরাসী।

মিকি আলাপ করিয়ে দেবার পর আমাকে ড্যানিয়েল বললো, সহজে ছাড়ছি না তোমায়, অনেক প্রশ্ন আছে আমার, কোনো তাড়া নেই তো তোমার? আমি বাজার ক'রে রেখেছি, একটু পরে রান্না আরম্ভ করবো—

ধন্যবাদ, একটু বিচলিত হ'য়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী প্রশ্ন তোমার ড্যানিয়েল?

এই তোমাদের দেশের বিষয়। জানো তো, আমি খবরের কাগজের লোক—

আমি বললাম, তা আমি জানি। তাই আমার ভয়।
ড্যানিয়েল বললো, ভয় কিসের ? আমি ত ইংরেজ নই।
কথা ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী তোমার প্রশ্ন বল ?
আমার কথা শুনে মিকি বলে উঠলো, সর্বনাশ ! ড্যানিয়েলের সংগে যা-তা ব'কোনা। একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে ওর আর কিছু খেয়াল থাকে না রাত ভোর হ'য়ে যাবে তাহ'লে—
তুই চুপ কর, বেশ গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে ড্যানিয়েল বললো, দেশবিদেশের রাজনীতি নিয়ে আমার কারবার। এসব ব্যাপার আলোচনা করলে কতো রাত ভোর হ'য়ে যায়—
মিকি হেসে বললো, রাতই শুধু ভোর হয়। পয়সা আসে না একটাও—
শুনছো, আমার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ড্যানিয়েল বললো, যুদ্ধের পর কী যে অধঃপতন হয়েছে ফ্রান্সের ! ইংরেজ আর অ্যামেরিকানদের মতো শুধু টাকা টাকা করে এখানকার ছেলেমেয়েরা !
তুমি তো তা করনা ড্যানিয়েল ।
আমি সাংবাদিক—সব তুচ্ছ ক'রে তবে আমার ধর্ম বজায় রাখতে হয়।
আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, তুমি বিয়ে কর নি কেন ?
সময় কোথায় ! আর আমাকে কে বিয়ে করবে বল ? দেখছো

তো ঘরের অবস্থা ?

আমি বললাম, কিন্তু এতো সুন্দর চেহারা তোমার—এমন অগাধ পাণ্ডিত্য—

আমার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে ড্যানিয়েল বিনয় প্রকাশ ক'রে বললো, না না, পাণ্ডিত্য আর কোথায় ? যাকগে, প্যারিস কেমন লাগলো বল ?

খুব ভালো ? সম্ভব হ'লে চিরকাল থেকে যেতাম !

যুদ্ধের আগে এলে আরও অনেক বেশি ভালো লাগতো তোমার ! এখন আর সে প্যারিস নেই। অভাবের তাড়নায় স্বার্থপরতা বেড়ে যাচ্ছে ফরাসীদের—

আমি বললাম, তবু অন্যান্য দেশের চেয়ে তোমরা অনেক কম স্বার্থপর, মিকির দিকে তাকিয়ে বললাম, দেনাপাওনার হিসেব তোমরা কড়ায় গণ্ডায় আজও করতে পারো না বলে ঠকে মর।

অবাক হ'য়ে ড্যানিয়েল বললো, আমাদের সম্বন্ধে তুমি এতো জানো !

মিকি বললো, খুব বড়ো দার্শনিক যে, জানো না ?

তাই নাকি ? ভারতবর্ষের লোক বড়ো দার্শনিক না হ'লে আর কোন দেশের লোক হবে বল ?

তোমাদের দেশেও অনেক দার্শনিক আছে ভুলে যেওনা ড্যানিয়েল। তাই তোমাদের সংগে আমাদের অনেক মিলও আছে, একটু ভেবে আমি বললাম, এতোদিন লণ্ডনে বাস

করলাম কিন্তু এই অল্প কয়েকদিনে প্যারিসে যে আতিথেয়তার পরিচয় পেয়েছি সেখানে একদিনের জন্যেও তা পাইনি—

আমার কথা শেষ হবার সংগে সংগে ড্যানিয়েল বললো এইবার তোমার খাবার ব্যবস্থা করি—

সেই ঘরেই মিকি আর ড্যানিয়েল ষ্টোভ ধরিয়ে মাংস আর নানা রকম ফরাসী খাবার রান্না করতে লাগলো। আর ওদের দু'জনের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

এই অল্প কয়েকদিন প্যারিসে থেকে সে-দেশ সম্বন্ধে কোনো উক্তি করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা আর মাত্র দু'তিনটি লোক দেখে দেশসুদ্ধ লোককে বিচার করতে যাওয়া হয়তো সমীচীন নয় কিন্তু একথা না বলে পারছিনা যে দেশের সব মানুষের সংগে পরিচয় কারোর কোনদিন হয় না। কোনো দেশের কথা যখন আমাদের মনে পড়ে তখন মাত্র কয়েকটি মানুষ চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় আর সেই দেশকে আমরা বিচার করি তাদের দিয়েই। তাই বলতে বাধা নেই, প্যারিসের কথা ভাবলে আমার মনে হয় সেখানে লৌকিকতার চেয়ে আন্তরিকতা প্রবল। অপরিচয়ের বেড়া এরা নিমেষে ভেঙে দেয়। ড্যানিয়েলের ব্যবহার দেখলে কে বলবে আমি এই প্রথমবার এখানে এসেছি।

খেতে খেতে তার সংগে আরও অনেক গল্প হ'লো। বুঝলাম সাংবাদিকের অবস্থা সব দেশেই সমান। অথচ আশ্চর্য

মিকির সম্পর্কে তার কোন দুঃখ নেই, কোনো ভাবনা নেই! সে যে কারোর ওপর নির্ভর না করে চাকরি করে স্বাধীন ভাবে আছে তা'তেই ড্যানিয়েল খুশি। উপায় কী! চাইলেই তো আর সব কিছু এক সংগে পাওয়া যায় না। আদর্শবাদের মোহে শুকিয়ে না ম'রে মিকি যে উপার্জন করছে সমাজকে শিক্ষা দেবার পক্ষে তাইতো যথেষ্ট। কেন এমন হ'লো সে ভাবনা মিকির নয়, আর পাঁচজনের।

যার জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম, খেতে খেতে মিকি বললো, পরশু বাইরে যেতে হচ্ছে—

আমাকে ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করলো, তোমার সংগে নাকি?

না না, আমি পরশু দেশে ফিরে যাচ্ছি।

মিকি বললো, তোমাকে কিছুদিন এই ধরো প্রায় মাসখানেক আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে?

বেশ বেশ, এক কথায় রাজি হ'য়ে ড্যানিয়েল বললো, আমারও একটা চেঞ্জ দরকার—

মিকি হেসে বললো, কাচ্চাবাচ্চাদের সংগে থাকলে খুব ভালো চেঞ্জ হবে তোমার, তবে বাবা মাঝে মাঝে বিরক্ত করবে তোমায়।

কিছু না। কথায় কথায় বিরক্ত যারা হয় তারা কোনো কালেও সাংবাদিক হ'তে পারে না।

দেখো আবার ভুলে যেও না, পরশু খুব সকালে তোমাকে আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠতে হবে।

ড্যানিয়েল হেসে বললো, ঠিক যাবো, তারপর আমাকে বললো, ভারতবর্ষে যাবার ভয়ানক ইচ্ছে আমার। যদি কোনোদিন যাই তাহ'লে তোমার সংগে আবার দেখা হবে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আর আমি যদি আবার প্যারিসে আসি তাহ'লে তোমার সংগে দেখা করবো।

সেদিন সারারাত আমি মিকি আর ড্যানিয়েল প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

কিন্তু ড্যানিয়েলকে শেষ অবধি মিকির বাড়ি গিয়ে থাকতে হয় নি। মিকি যথাসময় আমাকে জানালো পিসি চিঠি লিখেছেন যে তিনিই থাকবেন।

কথা শেষ করে মিকি বলেছিলো, ফরাসীদের স্বভাবই এমনি !

সেই শেষবার। তারপর মিকির সংগে আর আমার দেখা হয় নি। হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না। আমি পরদিন প্যারিস ছেড়ে এলাম।

সেই ছেড়ে আসার সময় থেকে আবার আরম্ভ করি। আজ নতুন বছর। শীতের নতুন সূর্যের ম্লান আলোয় ভরে উঠেছে চারপাশ।

প্যারিসের সালেজার রেলওয়ে ষ্টেশন। আর একটু পরেই ট্রেন ছাড়বে। তারপর ফ্রান্স থেকে বিদায়। হয়তো আর কোনো দিনও এখানে আসবার সময় হবে না। তাই ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রে কাকে যেন খুঁজছিলাম। প্যারিসের সকল কিছু ছাড়িয়ে আমার মনের আনাচে কানাচে শুধু মিকির ভাবনা ঘুরে ফিরছিলো!

ট্রেন থেকে বুকিং অফিস স্পষ্ট দেখা যায়। আমি দেখছিলাম একটির পর একটি লোক আসছে, টাকা দিচ্ছে তারপর টিকিট নিয়ে হন হন ক'রে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এসে ট্রেনে উঠছে। যে লোকটি টাকা নিয়ে টিকিট দিচ্ছিলো তারও চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কেন আমার চোখে এমন ঘোর লাগছে? সেই বুকিং ক্লার্কের মুখ দেখতে দেখতে কেন বার বার আমার মনে হচ্ছে এ যেন মিকিরই মুখ। অন্য পরিবেশে সে সেই একই চাকরি করছে। চাকরি! ফিরে ফিরে কথাটা আমার মনে পড়লো। মিকি আমি ওই বুকিং ক্লার্ক আপনি—আপনার বন্ধু বান্ধব, সকলেই তো সেই মিকির ছাঁচে ঢালা। আমি যেন নিজের মধ্যে মিকিকে অনুভব করলাম।

এই অল্প ক'দিনে আমার সংগে অনেক গল্প করেছে মিকি। আর এতো অল্প আলাপে তার পক্ষে যা বলা একান্ত অস্বাভাবিক, সে আমাকে সেই প্রাণের কথা বলেছে। কিন্তু

প্রেমের কথা নয়, সে তো রোজ সন্ধ্যায় টাকার জন্যে তাকে কাউকে না কাউকে বলতে হয়। সেই তো হ'লো তার চাকরি।

আমাকে সে তার দৈন্যের কথা বলেছে, জ্বালার কথা বলেছে, পরম বিশ্বাস আর সহানুভূতিতে বলেছে তার দায়িত্ব আর সংসারের অভাবের ইতিহাস। তার কথায় আমি যেন সকল মানুষের যন্ত্রণার কথা শুনেছিলাম। তার মধ্যে আমি যেন আমার মতো সকল মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আমি আজও তাকে ভুলতে পারিনি। কোনোদিনও ভুলতে পারবো না।

৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ গতকাল সন্ধ্যায় মিকি আমাকে সংগে নিয়ে নোতরড্যাম গির্জেয় গিয়েছিলো। বোধহয় কোনো উৎসব ছিলো সেখানে। মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিলো অনেক। নরনারীর ভিড়ও ছিলো। একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছিলো, ঢং ঢং ঢং!

মিকি আমাকে নিয়ে ওপরে চ'লে এলো। তারপর পেছনের দিকে ছোটো বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সেইন নদীর জলে চির যৌবনা প্যারীর লক্ষ আলোক মালার ছায়া পড়েছে। অপূর্ব মনে হচ্ছে চারপাশ। আর কোনো কোলাহল কানে আসে না, শুধু গির্জের ঘণ্টাধ্বনি কানে এসে লাগছে।

আমার আরও কাছে সরে এসে মিকি বললো, এই তোমার সংগে আমার শেষ দেখা।

ওকথা ব'লো না মিকি, আবার নিশ্চয়ই কোনোদিন না কোনোদিন আমাদের দেখা হবে।
কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মিকি বললো, কেন তুমি আমাকে এতো দিলে ?
কী দিলাম তোমাকে ? তুমি তো আমার কাছ থেকে কিছুই নাও নি—তোমার পাওনাও নয়।
পাওনার চেয়ে তুমি যে আমাকে অনেক বেশি দিলে ! তাই আজ হঠাৎ আমার সমস্ত কিছু গোলমাল হ'য়ে গেছে। তোমার সংগে আর দেখা হবে না মনে ক'রে ছোটো মেয়ের মতো আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে—
আমি কথা বলতে পারলাম না।
মিকি বললো, আমি যাদের দেখি, শুধু সংগ পেয়ে তারা খুশি হয় না। তারা পাওনা আদায় করে নেয় কড়ায় গণ্ডায়। তুমি যেন একমাত্র ব্যতিক্রম !
আমি বললাম, তুমি যে এমন করে আমাকে এতো কথা শোনালে, আমার যা অভিজ্ঞতা হ'লো তারও একটা মূল্য আছে, তার দাম দেয় কে ?
আমার কথার আবার দাম !
নিজেকে অতো ছোটো ভেবোনা মিকি, একটু থেমে আবার বললাম, তুমি টাকা দিয়ে সব কিছুর বিচার করছো কেন ? জীবনে অনেক সময় এমন অনেক কিছু এসে পড়ে যার দাম দেয়া যায় না।

জানি। এতোদিন পর সেকথা বুঝতে পারলাম। কারণ তোমার সংগে মিশে আমি উপলব্ধি করলাম তোমাকে আমার দাম দিতে হবে। তুমি আমার কাছে অনেক কিছু পাবে। কিন্তু এই ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে তোমাকে দেবার আজ আমার আর কিছুই নেই। আমার হাত পা বাঁধা—আমার বাবা ভাই বোন—

আমাকে তুমি দাম দেবে কেন মিকি ?

তুমি আমাকে যা দিলে সে ঋণ শোধ করতে হ'লে আমাকে যা দিতে হয়, তা দেবার আমার উপায় নেই। আর তোমার গ্রহণ করবারও সময় নেই।

আরও সহজ ক'রে বল মিকি, তোমার ভাষা আমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুমি আমাকে দিয়েছো সমবেদনা। তোমার সংগে এমনি ক'রে রোজ যদি আমি গল্প করতে পারতাম তাহ'লে পৃথিবীর আর কিছুই আমি চাইতাম না। কিন্তু কেমন ক'রে তা পারবো বল ? আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিকি বললো, অসংখ্য বাধা চারদিকে তা' ছাড়িয়ে বার হবার আমার উপায় নেই। বাস্তবের কঠিন বন্ধনে আমার সমস্ত দেহমন বাঁধা পড়ে আছে। আমাকে চাকরি করতে হবেই। উপার্জনের কথা ভুলে তোমার সংগে গল্প করা অসম্ভব।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বললাম,

তুমিও আমাকে নতুন কথা শোনালে মিকি। তুমিও আমাকে নতুন ক'রে জীবনকে দেখতে শেখালে—
এতো কথা তুমিই যে আমাকে বলতে শেখালে গো! এমন ক'রে কোনোদিন কারোর সংগে আমি কথা বলিনি। আমি শুধু চাকরি ক'রে গেছি।
হাল্কা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, চাকরি করতে তোমার ভালো লাগে না মিকি ?
খুব ভালো লাগে। আর এখন এ ছাড়া অন্য কোনো চাকরি বোধহয় আমি করতে পারবো না—
আমি উক্তি করলাম, সব চাকরি সমান।
জানি না। আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোনো কাজ পাইনি। ছেলেবেলা থেকে নাচে ঝোঁক ছিলো এখন এভাবে তা কাজে লাগলো। আর এ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করবার মতো বিদ্যে বুদ্ধিও আমার নেই।
আমার আর কিছু বলবার নেই মিকিকে। ও বলে যাক যা খুশি। অমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আজ ওর মনের মধ্যে তরংগ ফেনিয়ে উঠেছে—বিপুল তোড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ব্যথার ঝর্ণা। আসুক আমি বাধা দেবো না। আমি শুধু শুনে যাবো। এমন ক'রে কথা বলবার অবসর আর হয়তো জীবনে ওর হবে না। এমন মুহূর্ত বার বার তো আসে না।
মিকি বলে চললো, প্রথম প্রথম এ চাকরি করতে আমার

খুব খারাপ লাগতো। লোকে নিন্দে করতো, যা-তা ভাবতো। কিন্তু আমি শুধু আমার বাবা ভাই বোন— তাদের বাঁচিয়ে রাখবার কথা ভেবেছিলাম—

থেমোনা মিকি, তোমার যা খুশি ব'লে যাও।

আমি লেখা পড়া জানি না অথচ অবিলম্বে অর্থের প্রয়োজন হ'লো। তাই এ কাজ নিতে বাধ্য হলাম।

আর তোমার জন্য একটা সংসার রক্ষা পেলো।

হ্যাঁ, আমার কথায় সায় দিয়ে মিকি বললো, এতো টাকার চাকরি পৃথিবীর কোথায় অন্য কেউ আমাকে দিতে পারতো না; তা ছাড়া এ চাকরিতে খুব ভালো উপরি আয়ের ব্যবস্থা থাকে, জানো তো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি।

মিকি হঠাৎ শক্ত ক'রে আমার দুই হাত চেপে ধ'রে বললো, তুমি বিশ্বাস কর, কাউকে ঠকাই না, ঠিক যতটুকু পাওনা ততটুকু নিই—এক পয়সাও বেশি আদায় করবার চেষ্টা করি না—

আমি জানি মিকি। আমার হোটেলে সেই সকালে তোমার বলা কথাগুলি অমি এতো শিগগির ভুলে যাই নি—

অথচ মনে মনে তাদের ওপর আমার কোনো আকর্ষণ নেই!

তা'ও আমি জানি।

তোমরা যেমন আপিস কর, সমস্ত ভুলে চাকরিতে উন্নতি

করবার চেষ্টা কর, আমিও ঠিক তাই করি। আমার মন একেবারে ম'রে গেছে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না! মানুষের মন কখনও মরে যায় না মিকি। এ তোমার ভুল কথা।

কী ভেবে মিকি বললো, আজ যদি আঁদ্রে ফিরে আসে তাহ'লে বোধ হয় আমি তাকে আবার সেদিনের মতো ফিরিয়ে দেবো!

হয়তো দেবে—দেবে না, ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। তার জন্যে তোমাকে কেউ দোষ দেবে না।

কেন? আমাকে সেকথা বুঝিয়ে দেবে?

আমি বললাম, বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। তোমার কথা শুনে আমার বার বার মনে হয়েছে তুমি নিজেই সব ভাল ক'রে বুঝে নিয়েছো, দু' এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কেন তুমি এতোদিন সংগ দিলে? কেন আমাকে দাম দেবার জন্যে ব্যস্ত হলে? অনেকক্ষণ ভেবে শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো জানি না।

আমি বললাম, আমি যখন থাকবো না, আর যদি তোমার আমার কথা মনে পড়ে তাহ'লে আবার চেষ্টা ক'রে দেখো, উত্তর খুঁজে পাবে। সেদিন সহজেই বুঝতে পারবে তোমার মন ম'রে যায় নি—দরদী মন নিয়ে তুমি ঠিক আগের মতোই বেঁচে আছো।

কিন্তু কী লাভ আমার বেঁচে থেকে? এমন করে আর আমি বাঁচতে চাই না—

লক্ষ লোক ঠিক তোমার মতো ক'রে বেঁচে আছে মিকি। এর চেয়ে ভালো ভাবে হয়তো আজকের সমাজে বেঁচে থাকা যায় না।

আমি কিছু বুঝি না। আমি কিছু জানি না। এ যন্ত্রণা থেকে আমি শুধু মুক্তি চাই।

সকলেই চায়। আজ তুমি আমি যেমন হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠলাম—যেদিন আমাদের মতো সব মানুষ এমনি ক'রে নিজেদের শূন্যতা উপলব্ধি করবে সেদিন তারা জোর ক'রে মুক্তি নিয়ে আসবে।

কবে—কবে আসবে সেদিন?

কবে জানি না। কিন্তু সেদিন আসবেই। অবিচল নিষ্ঠায় আর অকম্পিত বিশ্বাসে আমাদের আজ থেকে শুধু সেদিনের প্রতীক্ষা করতে হবে।

আর কোনো শব্দ নেই। শীতের এলোমেলো হাওয়ায় অসংখ্য মোমবাতির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর নিরন্তর নোতরদাম গির্জের সেই ঘণ্টা বেজে চলেছে। হাওয়ায় সহসা আমি যেন ক্লান্ত হাঞ্চব্যাকের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম।

মিকিকে যেদিন প্রথম দেখি যেদিন কল্পনা করতে পারিনি যে তাকে আমি এসব কথা এমন ক'রে শোনাবো।

বস্তুত আমি নিজেই জানতাম না যে আমি এতো জানি— এমন ক'রে সব কিছু বিচার করবার ক্ষমতা আমার আছে। মিকিকে আর পাঁচজন যেমন ক'রে চায়, আমিও ঠিক তেমনি করেই চেয়েছিলাম। অন্য লোক যেমন ক'রে তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, আমিও ঠিক তেমনি করেই তাকিয়েছিলাম! শুধু আমার মনে ভয় ছিলো, দ্বিধা ছিলো, দৈন্য ছিলো ব'লে আমি আর পাঁচ জনের মতো ব্যবহার তার সংগে করতে পারি নি—আমি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু সেই পশ্চাৎ অপসরণ আমার অজ্ঞাতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে। সেদিন আমি পিছিয়ে এসেছিলাম ব'লে আজ বোধ হয় সমস্ত উজাড় ক'রে দেবার জন্যে মিকি এমন ক'রে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাওয়া যে এতো সহজ সেকথা আমি দেশে থাকতে কোনো দিন জানতে পারি নি। কিন্তু আজ এই বিলাস নগরীতে দাঁড়িয়ে বাস্তবের প্রখর আলোয় আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে এমন এক মন্ত্র লুকোনো আছে যা উচ্চারণ করতে পারলে দুর্লভ বস্তুও পেতে বিলম্ব হয় না। কেন সেকথা আমরা বুঝতে পারিনা? কেন কারণে অকারণে ক্ষণে ক্ষণে স্বার্থপর হ'য়ে উঠে কাঙালের মতো বৃথাই দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরি? কেন হিংস্র হ'য়ে উঠে লুব্ধ হাত বাড়াই? তাই পরিশেষে

পাই না কিছুই, স্বার্থপর মন নিয়ে শুধু পাওনা আদায়ের চেষ্টায় ঘুরে ফিরি। বুঝতে পারি না আমার যে পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশি পাবার মন্ত্র মনের নিভৃতে লুকিয়ে আছে।

অনেকক্ষর্ণ পর মিকি আবার কথা বললো, তোমাকে কাল আর দেখতে পাবো না মনে ক'রে আমার খুব খারাপ লাগছে—

তুমিও তো কাল চলে যাবে?

হ্যাঁ, খুব সকালে সেই অ্যামেরিকান ভদ্রলোকের সংগে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আবার কবে ফিরবে প্যারিসে?

জানি না, ম্লান হেসে মিকি বললো, যতো বেশিদিন তার সংগে বাইরে থাকতে পারি ততোই তো আমার লাভ!

আমি বললাম, পিসি থাকছেন তোমাদের বাড়িতে?

হ্যাঁ, আমি বেরোবার আগে দেখে এলাম তিনি এসে গেছেন।

আমিও ম্লান হাসলাম, যদি আবার কখনও প্যারিসে আসি তা'হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সংগে দেখা করবো মিকি—

তুমি যেও না, স্তিমিত গলায় মিকি বললো, আমি ফিরে এসে আমার সব টাকা তোমায় দিয়ে দেবো, তুমি আর কিছুদিন প্যারিসে থেকে যাও—

মিকির মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে আমি বললাম, তা হয় না মিকি, একটু থেমে বললাম, আমাকেও যে চাকরি করতে হয়! যথাসময় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হ'তে পারলে খাবো কী? কাল আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু ফিরে এসে আমি কার সংগে এমনি করে মনের কথা বলবো?

ঠিক সময় ঠিক লোকের দেখা পাবে। দুঃখ ক'রোনা মিকি।

না, আমি আর কারোর দেখা পেতে চাই না। এ কী যন্ত্রণা তুমি আমায় দিয়ে গেলে! এখন আমি কী করবো এতো ক্লান্তি আগে আমার কখনও আসে নি—না না আমি কাল কিছুতেই কারোর সংগে কোথাও যেতে পারবো না—

মিকি!

তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো?

কোথায় যাবে মিকি?

তোমার সংগে যেখানে হয় পালিয়ে যাবো—এই যন্ত্রণা থেকে এই দায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও—কেন কেন তুমি আমাকে এসব কথা শোনালে—

মিকি, আমি তাকে কাছে টেনে বললাম, আজও পরিপূর্ণ মন নিয়ে তুমি বেঁচে আছো! কে বলে তোমার মন ম'রে গেছে?

ওসব কথা তুমি আর আমাকে শুনিও না। আমাকে



লণ্ডন থেকে প্যারিস। অভিযাত্রী লেখক সুধীরঞ্জনের নূতন দেশে উত্তরণ। পাশ্চাত্যের দেশে দেশে কলমের দাঁড় টেনে পাতার পর পাতা। রুদ্ধশ্বাস আশ্চর্য কাহিনীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর দুই পাশে অগণিত পাঠকের ভিড়। তাঁর চোখে চোখ রেখে, মনে মন দিয়ে বাঙ্গালী পাঠক পশ্চিমকে পূবের সীমান্তে টেনে এনেছে।

ইভনিং ইন প্যারিস। উচ্চারণেই বুঝি সৌরভ ঝরে পড়ে। নাইট ক্লাবের মদির পরিবেশ, লোকনর্তকীর মোহজাল। মমার্টের তরুণ শিল্পীর আক্ষেপ, উদীয়মান কবির বিভ্রান্তি। এ যেন আমাদেরই দেশের প্রতিচ্ছবি! এ যেন কত আপনার।

সুধীরঞ্জন লোকনর্তকী মিকির হাত ধরে পথ হাঁটছেন! শীতের রাত্রি বুঝি হিম হয়ে জমে গেছে, তাই সে ফুরোবার নয়।

কখন তন্দ্রা ছোটে. মনে হয় এখানেই যেন ছিলেন। মিকি যেন এদেশেরই মেয়ের মত। এদেশ-ওদেশ সে ত মনগড়া!

ইভনিং ইন প্যারিস এমনই এক আশ্চর্য উপন্যাস যার সৌরভ বহুদূরপ্রসারী। যার আবেদন সন্ধ্যার মত স্নিগ্ধ।